অরুণিমা

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

কাফ্রিদের দেশ আফ্রিকায় (ভ্রমণ-কাহিনী) ... ॥৶০

মহাত্মা গান্ধীর কারাকাহিনী (যন্ত্রস্থ) ... ॥০

প্রাপ্তিস্থান

অল্ ইণ্ডিয়া পাব্লিশিং কোম্পানী, ৩০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা,

ইণ্ডিয়ান্ বুক্ ক্লাব্, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

অরুণিমা

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

মূল্য বার আনা

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ নন্দী কর্ত্তৃক
বৈন্তবাটী যুবক সমিতি
হইতে প্রকাশিত।

ধন্বন্তরি প্রেস,
৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
শ্রীদীননাথ দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

স্বর্গগত

পিতামাতার শ্রীচরণ

উদ্দেশে

ভূমিকা

এই কাব্যগ্রন্থের অনেকগুলি কবিতা প্রবাসী, ভারতী, ভারতবর্ষ, নারায়ণ, প্রবর্ত্তক প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। অনেক নূতন কবিতাও ইহাতে আছে।

আত্মীয় এবং বন্ধু শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ্র সেন নিজের প্রেসে বইটি ছাপাইয়া মুদ্রণ-ব্যয় হইতে আমাকে মুক্তি দিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমি বিশেষ-ভাবে ঋণী।

অভিন্নহৃদয় বন্ধুদ্বয় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ হাজরা, বি-এ ও শ্রীযুক্ত নির্ম্মল-পদ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ এবং স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত নীরদবিহারী সেন— তিন জনে আমাকে নানা বিষয়ে সাহায্য করিয়া বইটির মুদ্রণ-কার্য্য সুগম করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বইটির যিনি নামকরণ করিয়াছেন তিনি কৃতজ্ঞতাপ্রার্থিনী নন; অতএব সে দিকে আমি মুক্ত।

কলিকাতা
দোল পূর্ণিমা,
ফাল্গুন ১৩২৯

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

সূচী

সূচী

সূচী

সূচী

অরুণিমা



ভারত-মঙ্গল

(গান)

বল জয় বল জয়,
বল গৌরবময়ী জগৎ-জননী ভারত-জননী জয়,
বল জয় বল জয়।
তিমিরাবৃত অজ্ঞান-মৃত জগতে রশ্মিজাল,
মোহ-বন্ধন-কলুষ-নাশন কল্যাণভাতভালু,
মহীয়ান
মহাপ্রাণ,
বল ভুবন-দুঃখ-দৈন্য-হরণ শোক-অনুতাপ-ক্ষয়,
বল জয় বল জয়

দিলীপ রাম ভীষ্মার্জ্জুন শিবাজী প্রতাপজী
ক্ষত্র-বীর্য্য রুদ্র-শৌর্য্য দুর্জ্জয় ধীরধী
মহাবীর
ত্যাগী ধীর
ধরিল চরণ-নিম্নে ধরণী সাগর-গিরি-চয়,
বল জয় বল জয়।
রাবণ-মধু-বৃত্র-দলন দুর্জ্জন-পরিতাপ,
অন্যায়-অক্ষেম-নাশী দুষ্টেরি অভিশাপ,
ত্রাস-নাশ
ছিন্ন-পাশ,
শক্তি-পাবক মুক্তিসাধক জিনিল হীন ভয়,
বল জয় বল জয়।
যুধিষ্ঠির-বুদ্ধ-নানক-নিমাই-কবীর-দেশ—
ভব-ভবন মুক্ত-বেদন করিল, হরিল ক্লেশ,
দুঃখ তাপ
নাশে পাপ,
মরণোন্মুখ শঙ্কিত প্রাণে অশোক নির্ভয়,
বল জয় বল জয়।
শক্তির সাথে সংযম ক্ষমা, অশুভেরে জিনে প্রেম,
সত্যের তরে সহিতে বেদন নাহি ভীতি, চাহে ক্ষেম,
ক্ষমাবান
গরীয়ান

ধর্ম্মধাত্রী শান্তিদাত্রী সাম্যসাধিনী জয়,

বল জয় বল জয়।

কলিকাতা ২৬শে চৈত্র ১৩২৮

পলাতক

অতৃপ্ত এ পলাতক প্রকৃতি আমার
মোরে বার বার
লয়ে যায় বাঁধনের পারে ;
কোন না আগারে
দুরন্ত হৃদয়
চিরদিন বাঁধা পড়ে রয়।
ভাঙ ভাঙ খালি মোর উঠিছে আহ্বান,-
তাই মত্ত প্রাণ
ভেঙে ভেঙে চলে দিবাযামি'—
তৃপ্তি পানে রূপ পানে মুক্তিপথগামী।
অবোধ এ চিত্ত মোর
নহে ভোর
মোহ-ভরা ভুবন-বাঁধনে ;
চপল চরণে
যাই যাই যাই কার পানে
ভেদিয়া পাষাণে,

টুটিয়া এ দুঃখ-সুখ-বর্ম্ম-আবরণ
ছুটি অনুখন
অতলের প্রশান্তি-সীমায়
আকাশের সর্ব্বহারা মৌন নীলিমায়।
কই কই কোথা তৃপ্তি ?—
কোথা পাব নিতি
বাঞ্ছিত সে অজানা সুধায়
আমার এ পরাণের তীব্র পিয়াসায়।
ভুবনের কোণে কোণে
এ বিক্ষুব্ধ জীবনের দুঃখে হরষণে
মেটে নাই মেটে নাই আশা ;
দুরন্ত পিপাসা
আমারে নাচায়ে চলে পাগলের মত ;
তাই অবিরত
ছোট বড় যত বাঁধা-ধরা
সব-চূর্ণ-করা
উঠিছে ক্রন্দন—
ভাঙ ভাঙ ভাঙ এ বন্ধন।

দুঃখ সুখ সবে আসে যায়
আমারে দোলায় ;—

ছুটে ছুটে যাই—
চাই চাই আরো আরো চাই।

*　　　*　　　*

উন্মত্ত চরণ
করে নিষ্পেষণ
যত বাঁধা, যত কারাগার,
ঝাঁপায়ে পড়িতে খুঁজি মুক্তি-পারাবার।
কিবা চাই কিবা কেবা জানে
শুধু জানি প্রাণে—
নহে নহে এ মোর ভবন,—
ভাঙ ভাঙ ভাঙ এ বন্ধন।
ভেঙে ভেঙে চলি তাই
ছুটে ছুটে ভেসে যাই
পিপাসার মুকতির দোলে
কোন শান্তি-কোলে!
আমার সীমায়
রুধিবারে পারি না আমায়,
আমারে উপচি' নিশিদিন
আমি কোথা লীন!
এ সীমা আমার
খালি আরেবার

আমারে বাঁধিতে আসে,
সে কঠোর পাশে
ক্ষিপ্র হাতে কাটিয়া পালাই,
যাই যাই, চাই শুধু চাই।

* * *

এ আমার সুতীব্র তিয়াস,
এ আমার দুরন্ত দুরাশ,
এ আমার বাঁধা-ভাঙা উন্মত্ত গমন
এমনি যে অনুখন
ছুটায় আমারে
ভুবনের জীবনের সবার ওপারে।
চল চল প্রাণ
টুটিয়া পাষাণ
অজানার আকুল সন্ধানে
উন্মুক্ত বিমানে।
সত্য মিথ্যা কিছু নাহি চাই,
ভেঙে ভেঙে ভেসে ভেসে যাই।

রেলগাড়ি ৭ই বৈশাখ ১৩২৫

ইন্দ্রধনু

বিশ্ব ব্যেপে রাজ্য যাহার
যাহার রূপের নাই তুলনা,
তারই ধ্যানে ডুব্ দিয়েছে
বিরাট যোগী আকাশখানা।
ধ্যানের মাঝে রূপের স্বপন
ফুটিয়ে তোলে রূপের ছটা,—
সেই স্বপনের সোহাগ নিয়ে
ইন্দ্রধনুর এতই ঘটা।
ভাব-সেঁচা ধন ইন্দ্রধনু
ধ্যানের গভীর নীরব ভাষা,
অরূপের রূপ আঁক্‌তে গিয়ে
জীবন্ত এক রঙিন আশা।
ধনু ত তুমি নও হে সখা,
ভাবের প্রাণের একটি গীতি,
পাগল আকাশ তোমার রঙে
রঙিয়ে তোলে ধ্যানের প্রীতি।
সৃষ্টি হ'তে আকাশখানা,
কর্‌ছে বসে' রূপের ধ্যান,
তুমিই তাহার মূর্ত্ত আশা,
তুমিই তাহার পরম জ্ঞান।

কলিকাতা

২৬শে ভাদ্র ১৩২২

পাগ্‌লা

কোথাকার পাগ্‌লা এল
আজি ঐ গগন-মাঝে—
মাথাতে পাগ্‌ড়ী মেঘের,
নয়নে তড়িৎ নাচে !
ঢেকেছে দিনের হাসি
এনেছে কালোর রাশি,
ডমরুর তালে তালে
মুখে তার অট্টহাসি !
মাতনের ঢেউ তুলেছে
সজোরে ছুঁড়্‌ছে গোলা,
শিহরি' কাঁপ্‌ছে জগৎ,—
দিয়েছে মস্ত দোলা !
হাসিতে আগুন ছুটে,
নিনাদে বজ্র টুটে,
মাতনে বিশ্ব জুড়ে
জড়তা শিউরে উঠে !
বাহিরে রুদ্রতালে
এসেছে কি এক পাগল !—
ঘরে নে নে রে তারে
নিসাড়ে করুক উতল।

পরাণে নাচিয়ে দে রে
পাগলের তাথই-নাচে ;
লাফায়ে মাত্ না জেগে,
মরণে রাখ্ না পাছে।

কলিকাতা
৫ই আশ্বিন ১৩২২

বাদল-ভাঙা রাতে

গুটিয়ে নিয়ে মেঘের আঁচল
বর্ষা পালায় কোন্ খানে ?
উথ্‌লে ঝরে চাঁদের সাগর
ধরার গায়ে, মোর প্রাণে !
নিথর বনের ভিজা পাতায়
রূপার ধারা গড়িয়ে যায়,
নারিকেলের লম্বা পাতায়
ঝিকি-মিকির ঝলক্ ভায়।
বাঁশের বনে উদাস হাওয়া
নিশ্বসিয়ে গুমরে ধায়,—
ঝল্‌সে ঝরে মুক্তা মাণিক,
লুকিয়ে পড়ে পাৎলা ছায়।
ঘাসের 'পরে ছড়িয়ে গেল
চরণ-নূপুর কোন্ জনা ?
পথের বাঁকে, গাছের তলায়
ঝিকিমিকির আল্‌পনা !

অরুণিমা

নিঝুম নীরব গ্রামের বুকে
চাঁদের সুধা তর্‌তরে,
ভিজে গাছে বাদুড় ঝোলে,
জলের কণা ঝর্‌ঝরে।
ঘাসের বনে ঝিঁঝিঁ ডাকে,
ভেক ডাকিছে নির্ভয়ে,
তারায় তারায় গগন-গায়ে
মুচ্‌কি হেসে কি কহে!
বাদল-ভেজা পাপিয়া গায়
থেকে থেকে,—"চোখ গেল"!—
উঠ্‌ছে কেঁপে ঘুমিয়ে-পড়া
চাঁদ-সাগরের থির আলো!
দূর গগনের ঐ সে কোণে
শাদায় কালোয় মেঘ ছুটে,
নীল আকাশের সকল বাধা
চাঁদনী রাতে আজ টুটে।
মুক্তা-গলা হাসির সাথে
ঘুমিয়ে পড়ে চাঁদরাণী,
উদার আকাশ আলোর স্নেহে
জড়িয়ে ধরে গ্রামখানি।

কলিকাতা
২৪ ভাদ্র ১৩৩৮

অসীমে দান

(গান)

অসীম এসেছে বক্ষে আমারি, সসীম গিয়াছে হারায়ে।
দু'পাশে অসীমে করে কোলাকুলি, তারি মাঝে আমি বিলায়ে।
নিভে নিভে আসে দিবসের আলো,
ছুটে ধেয়ে আসে রজনীর কালো,
নদী-পারে ঐ কালো বন-রেখা আঁধারে ধরিছে ঘনায়ে।
ঘন ঘন প্রীতি-কম্পন তুলি'
ঢেউতে আঁধারে দোলে ঢুলি ঢুলি,
দূর আকাশের মোহন গরিমা আঁকড়িছে প্রীতি ছড়ায়ে।
আমি আজি নাই আমার মাঝারে
ডুবে গেছি ওরে কোন্ পারাবারে—
শত সীমা মোর ভেঙে চূরে গিয়ে অসীমে ধরেছে জড়ায়ে।
আমি বুঝি আর নাই নাই ওরে, অসীমে গিয়েছি মিশায়ে॥

জাহাজে ১৭ই বৈশাখ ১৩২৩

একা

সৃজনের কোন্ ক্ষণে অনাদি যুগে
একেলা ভাসিনু মহাসাগর-বুকে ;
একেলা আপনা লয়ে আপনি খেলা,—
কিছু নাই কেহ নাই, আকাশ মেলা !

একেলা মেলিয়ে আঁখি আপনা দেখি,
বিকট অসীম খেলা ভীষণ একি !
নাই নাই কেহ নাই, তীরেতে উঠি,—
হাসে খেলে কত লোক দুধারে জুটি',
হাতে ধরে' কেহ লয়, কেহ বা বুকে,
কত খেলা, মিশামিশি কত না সুখে।
সাগরের ডাক আসে দু'দিন পরে—
হেসে ফিরে ভেসে যাই সে জানা ঘরে।
কত কূলে কতবার কত না ওঠা,
আঁখি-জল মধু হাসি কত না লোটা ;
কেউ বলে—থাক, থাক,:যেও না ফিে
আমি বলি—দেখা হবে পুনঃ এ তীরে
ভেসে যাই ভেসে যাই, কেন কে জানে,
অসীমে মায়ার ঘরে পরাণ টানে।
একা যাই, একা যাই, কেহ না থাকে,
কেহ না রাখিতে পারে মায়ার পাকে ;
কূলে কূলে সবে বলে—তোমারে চাহি,
ভাসিয়ে ফিরিয়ে চাই—কেহ ত নাহি !
কালি যারে ঢেকেছিনু প্রণয়-ভারে
আজি সে ফিরায়ে মুখ চিনিতে নারে ;
বলে শুধু—দিব তোমা—বলে গো শুধু,
একাকী ভাসিয়ে যাই, অসীম ধুধু !

একা আমি, একা আমি, বিপুল সুখী,
ভালবাসা সব মিছা, কেন বা দুখী ?
একা যাই, একা এনু সৃজন-প্রাতে,
সাগরের শাদা ঢেউ আমারি সাথে।

কলিকাতা ১১ই পৌষ ১৩২৩

অপূর্ণ মিলন

হঠাৎ যেতে ঘোমটা-ফাঁকে
একটুখানি চাওয়া
সেই ত আমার সুখের সাগর,
স্বর্গ সে ত পাওয়া।
থমকে গিয়ে পথের মাঝে
একটুখানি হাসি
সেই ত আমার চাঁদের আলো,
সেই ত মধুরাশি।
কাজের মাঝে ক্ষণিক আড়ে
একটি দুটি কথা
সেই ত আমার সোহাগ আদর
জুড়িয়ে জ্বালা-ব্যথা

আধেক ভয়ে আধেক লাজে
একটু চুমো খাওয়া
সেই ত আমার শূন্য বুকে
মন্দাকিনী পাওয়া।

কলিকাতা ১৬ই বৈশাখ ১৩২৪

শক্তির ডাক

(বাঙালীর সৈনিক হওয়া উপলক্ষে)

বেজেছে ডঙ্কা, কিসের শঙ্কা, ওঠ ওঠ ভাই আজ,
ওপারে উড়েছে রক্ত-নিশান, কর কর রণ-সাজ।
সাগর-নিনাদে আসে আহ্বান, চমকি' জেগেছে প্রাণ;
তূর্য্য-ধ্বনির তীব্র-মন্দ্রে নেচেছে দীপক-তান!
জীবন ডেকেছে জীবনেরে আজ, জীবন মেতেছে তাই,
বাঙালী-বীর্য্য-ফল্গু-নদীর প্রবাহ ছুটাও ভাই।
প্রেমের বাঁশরী যুগে যুগে হেথা বিশ্বেরে দেছে ডাক্;
আজিকে নৃত্য, আজিকে মৃত্যু প্লাবন বাহিয়ে যাক্।
সুপ্ত দুয়ারে এ কি করাঘাত,—শক্তির আবাহন!
জাগ, ওঠ ভাই, কিসের লজ্জা বুঝিতে প্রাণের-রণ?
বেজেছে ডঙ্কা, কিসের শঙ্কা, ওঠ ওঠ ভাই আজ!
ওপারে উড়েছে রক্ত-নিশান, কর কর রণ-সাজ।

* * * *

আমরা ক্ষত্র আমরা আর্য্য আমরা কর্ম্মবীর ;
সুপ্ত শক্তি রক্তে নাচিছে আমাদের ধমনীর।
বাংলায় শুধু ডাকেনা দোয়েল, পিকের কোমল গান,
বাংলা আকাশে বিদ্যুৎ নাচে, বজ্র-বিষাণ-তান।
বজ্রের ভেরী ঐ বুঝি হাঁকে ঐ বুঝি ডেকে যায় !
শক্তিরূপিণী বঙ্গজননী ডাকে,—"আয়, বাছা আয়" !
জননী পরাবে আজিকে সজ্জা, করে অসি খরধার !—
ওঠ হে সুপ্ত বাঙালী সিংহ, ছাড় ছাড় হুঙ্কার !
এ নহে প্রথম, এ নহে নূতন, কত যুগে কতবার,
বাঙালী শক্তি বিজয়লক্ষ্মী ঘরে নেছে আপনার।
বাংলায় আজি জগৎ ডেকেছে, উঠ হে বঙ্গবীর !
সুপ্ত শক্তি রক্তে নাচিছে তোমার ঐ ধমনীর !
বেজেছে ডঙ্কা, কিসের শঙ্কা, ওঠ ওঠ ভাই আজ,
ওপারে উড়েছে রক্তনিশান, কর কর রণসাজ !

কলিকাতা ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪

ডুবন্ত রবি

(ইংরেজি হইতে)

রাতের দীঘি, তার কিনারে থাম্‌ল রবি এসে
ডুব্‌ল সেথা,—হাজার তারায় উঠ্‌ল শেষে ভেসে।

কলিকাতা ২২শে আষাঢ় ১৩২৪

সাহিত্য-দেবতা

এ কোন্ দুয়ারে নিয়ে এলে মোরে দেবতা !
খসে প'ল পিছে শত বন্ধন,
ফুল হয়ে ফোটে যত ক্রন্দন,
পরাণে মরমে গুমরি' উঠিল
অস্ফুট কোন্ বারতা।
এ কোন্ দুয়ারে নিয়ে এলে মোরে দেবতা !
বহুদিন হতে কত আসা যাওয়া,
তব পাশে কত চাওয়া কত পাওয়া,
আজ একি সখা, বুকে তুলে নিলে
সাথে মোর শত দীনতা,
এ কোন্ দুয়ারে নিয়ে এলে মোরে দেবতা !
তব পানে সখা, কত ঝঞ্ঝায়
বাহিয়াছি তরী ঊর্ম্মি-দোলায়,
অজানা তোমার ভবনের ডাক
পরাণে জাগাত ব্যথা।
তব সৌরভ করেছে মাতাল,
করমে ভেবেছি মিছা জঞ্জাল,
তোমারি চরণ-পরশ-পিয়াসে
ছুটে যেত হিয়া প্রণতা ;

পারি নাই তবু পারি নাই,
শত বাসনার বিকচ কুসুম
চরণে তোমার
উপহার দিতে পারি নাই।

হৃদয়-কুঞ্জ-কুসুম কুড়ায়ে
রচিয়াছি হার যতনে মিলায়ে,
খসে পড়ে গেছে কত না কুসুম,—
উপহার দিতে পারি নাই।

শত পথে মোর ছুটে যেত শত বাসনা—
তারি মাঝে ক্ষণে জাগিত তোমার কামনা,
আস নাই তাই আস নাই,
আজিকার মত বুকে তুলে নিতে
আস নাই তুমি আস নাই।

পথে পথে আজ কণ্টক উঠে জাগিয়া,
কোন্ পথে হিয়া যাবে বল তবে ছুটিয়া ?—
শ্রবণে পশিল তব আহ্বান,
মাতিয়া উঠিল আকুল পরাণ,
নয়নের আগে দু-বাহু বাড়ায়ে
ছুটে এলে মোর দেবতা,
পথহারা প্রাণ উতল হরষে
তব বাহু-পাশ-বিনতা।

নিয়ে যাও তবে নিয়ে যাও
তোমারি গন্ধ-মোদিত ভবনে
নিয়ে যাও মোরে নিয়ে যাও।
যা'-কিছু কুড়ায়ে ভরেছিনু থালি,
সব পড়ে গেছে, খালি তাই খালি,
তব রসে প্রেমে উঠুক্ সে ভরি',
পূরে যাক্ তার দীনতা।
তোমারি শঙ্খ তুলিয়া গাহিব তব কল্যাণ-বারতা ;
রিক্ত করিয়া তাই নিয়ে এলে তোমারি দুয়ারে দেবতা !

কলিকাতা — ৩২শে আষাঢ় ১৩২৪

ফিরে-পাওয়া

যা'-কিছু ভুলে গেছি,
যা'-কিছু হারায়েছি,
যা'-কিছু প্রাণে মনে তুলিত কলরব,
আজি এ বরষায়
সকলে ফিরে চায়,
হিয়ারি দ্বারে দ্বারে ঘুরিছে আজি সব।
যে জন কেঁদেছিল,
যে জন হেসেছিল,
যে জন আঁখি-জলে বলিল—যাই ভাই,

সে আজি কোথা হ'তে
ভাসিয়ে আসে স্রোতে,
পরাণে উঁকি মেরে বলিছে—যাই নাই।
যাহারে শুধু দেখা
নিমেষে বুকে লেখা,
যাহারে নিমেষেই ভুলিয়া ভাবি নাই,
সেও ত ফিরে আসে
হাসিয়া কত ভাষে,
শোণিতে প্রাণে প্রাণে তাহারে ফিরে পাই।
যে ছিল দূরে দূরে
কেবল এল সুরে,
সে আজি শিরে শিরে রাগিণী তুলে গায়,
যে শুধু আসি বলে'
ভাসিয়ে গেল চলে,
সে আজি থমকিয়া পরাণে হেসে চায়।
এমনি বরষায়
মেঘেতে মেঘ যায়,
পরাণে জমে' ওঠে কত না হারা ধন,—
কত না হারা গান
হারানো কলতান
হারানো পরিচয়, হারানো সে মিলন।

বাঁকিপুর ২২শে ভাদ্র ১৩২৪

ঝরা পাতার গান

লুটিয়ে আছি গাছের তলে
ব্যথায় ভরা প্রাণ,
পথের শত পথিক জনে
গাইব দুখ-গান।
ছোট্ট বটে এ বুকখানি
ছোট্ট কথা নয়,
আলো বাতাস অনেক দিনের
এই বুকেতে রয়।
শাখার শিরে ফাগুন-প্রাতে
মেল্‌নু যবে চোখ
কচি মুখে জীবন-চুমা
ঢাল্‌ল আলো-লোক,
ছুট্টে এসে চটুল হাওয়া
কাঁপিয়ে দিল বুক,
সোনার তপন উজ্‌লে' বলে—
চা'না তুলে মুখ।
গাইল কোকিল কোন্ বনেতে
উছল-সুধা-সুর—
রাখ্‌নু তারে শিরে শিরে—
পরাণ পরিপূর।

বৈশাখেরি রুদ্র হাওয়া,
মেঘের গরজন,
তাদের সনে খেল্‌নু কত
প্রাণের আলোড়ন।
এই বুকেতে লুকিয়ে আছে
বর্ষা-ধারার গান,
চম্‌কে-দেওয়া তড়িৎ-শিখা,
নদীর কলতান,
মেঘের মায়া, শরৎ-রাতের
কতই পূর্ণিমা,
অস্ত-যাওয়া রক্ত-রবির
মৌন গরিমা।
দুই শালিখের গোপন কথা
এই বুকেতে রয়,
পাপিয়ারি আকুল উছাস,
শীতের অভিনয়।
নীল আকাশের সোহাগ-চুমা
পড়্‌ল মুখেতে—
সবুজ শোভা উঠ্‌ল ফুটে
আমার বুকেতে।
আজো আমার এই শিরেতে
কাঁপ্‌ছে অনিবার

মাটির স্নেহ, আকাশখানার
আলোর পারাবার।
কত না দিন এম্‌নিতর
ঢাল্‌ল ছবি গান,
সবার দাগা প্রাণের 'পরে
শিরায় বহমান।
আলোর ভাতি, পাখীর গীতি,
ঋতুর অভিনয়—
যা দেখেছি যা পেয়েছি
সবই বুকে রয়।
লুটিয়ে আছি ধূলার সাথে
আজ্‌কে ভাঙা প্রাণ,
ভাঙার বুকে হাজার কথা
জাগ্‌ছে অফুরাণ।

কলিকাতা ৮ই আশ্বিন ১৩২৪

অজানার আয়োজন

এই যে কুসুম-ফোটা আলো-ছায়া-ভরা
আকুল-বাতাস-ঘেরা জীবন-উদ্যান;
এই যে প্রাসাদখানি আশাভিতে-গড়া
মাণিক-মুকুতা-গাঁথা উচ্চ মহীয়ান;

এই যে বিপুল সৌম্য হৃদয়-সম্রাট
মরমের সিংহাসনে আপনা বিকাশি' ;
এই যে বুকের মাঝে বন্দন বিরাট
শত ছন্দ-গাথা লয়ে উঠিছে উল্লাসি' ;—
কার তরে ?—কার তরে মৌন আয়োজন,
বিপুল-যতনে-গড়া দানেরি সম্ভার ?
মৃত্যু ? মৃত্যু সে কি এত প্রিয় জন
তারি হাতে তুলে দিব এ অমৃত-ধার
প্রাণ-পাত্র-ভরা ?
এ মন্দির গরীয়ান
মরণ-চরণে টুটি' লবে অবসান ?

কলিকাতা ৩০শে আশ্বিন ১৩২৪

শরৎ-প্রভাত

আজ প্রভাতে মেঘ ছুটেছে
অমল বিমল আকাশখানি,
রোদের শাদা হাসি যেন
বর্ষা-ধোওয়া যূথি-রাণী।
সে রোদ পড়ে গাছে পাতায়
উজল গলা মায়ার মত,
জড়িয়ে ধরে প্রাচীর গায়ে,
ঘাসের বুকে ঘুমায় নত।

নিমের পাতা তৃপ্ত সুখে
সে রোদখানি অঙ্গে মাখে,
সজিনারি ছোট্ট পাতা
হর্ষে নাচে দোদুল শাখে।
আলোয়-ধোওয়া বনের ছবি
চোখ-দুটি আজ জুড়িয়ে ফেলে;
আলোর চুমোয় শ্যামল ধরা
তৃপ্ত রহে বক্ষ মেলে'।
পুলক-ঢালা রোদের তলে
দুই শালিখে সজ্‌না-ডালে
পরম লাভের হর্ষ-কথা
প্রাণটা খুলে উছল ঢালে।
বুলবুলি ও ছাতারের আজ
বিপুল সভা পুকুর-পাড়ে,
আজ্‌কে পেয়ে এ রোদখানি
সবাই মাতে হরষ-ধারে।
প্রাচীর-গায়ে টিকটিকিটি
চোখটি বুজে রোদটি পোহায়,
স্নিগ্ধ-উজল রোদটি জাগে
ঐ ওখানে কাঁটাল-পাতায়।
রোদ ত নহে—আজ্‌কে এটি
কোন্ দেবতার আশিস-বাণী

তরল উজল আস্‌ছে নেমে
জুড়িয়ে পরাণ, ধরাখানি।
শ্যামল ধরা এই আলোতে
উজল-সুখ-স্বপ্নে মাতে,
তার আনন্দ উঠ্‌ছে বেজে
পাখীর সুরে, দোদুল পাতে।

কালনা — ১৫ই কার্ত্তিক ১৩২৪

বিরহে

তোমার আমার ব্যবধানের এই যে এ পথখানি
পথ ত এটি নয়,
এ যে দোঁহার মিলন-আকুল হিয়ার প্রসারতা
মাঝ্‌-পথেতে জড়িয়ে দোঁহে রয়।
এ ব্যবধান একটি যেন সূতার মত রহে
দুই পাশেতে দুইটি হিয়া গেঁথে,
ব্যবধানের এই নদীতে নিতুই অবিরত
মনের তরী আনাগোনায় যেতে।
এ ব্যবধান মাঝখানেতে একটি যেন আলো—
তুমি আমি বাতায়নে বসে',
সেই আলোতে তোমার আমার সহজ দেখাশোনা,
দূরেও সকল বন্ধ পড়ে খসে'।

কলিকাতা — ১৭ই কার্ত্তিক ১৩২৪

রজনী ও প্রভাত

শিশু-প্রভাতেরে রাত্রি কহিলা কাঁদিয়া—
"থাক্ বাছা হেথা তুই, এখন বিদায়!"
প্রভাত কহিল—"মা-গো, জীবন সারিয়া
তোমারি সুষুপ্তি-কোলে লুকাব আমায়।"

গোপীনাথপুর ১১ই পৌষ ১৩২৪

আমার প্রেম

এই জনারে বাস্‌ব ভাল অপরটিরে নয়—
এমন নাহি হয় ;—
আমার প্রেমের মাঝখানেতে থাক্‌বে না ক সীমা
কোথাও বাধা নয়।
যতই আমার বুকের মাঝে বস্‌বে হিয়া-মেলা
বিপুল শত শত,
ততই আমার পাগল এ প্রেম দুইটি বাহু মেলে'
ছুট্‌বে অবিরত।
আপন বলে' আপন ঘরে রাখ্‌ছি যারে আজি—
সেই ত শুধু নয়,
বিশ্ব ভরে' লক্ষ হৃদয় ঐ ওখানে বসে'
আমার আশে রয়।
জীর্ণ যারা ভগ্ন যারা জীবন-পথ-হারা
আয় রে তারা আয়,

আমার প্রেমের উছল সুধা বুকটা ভরে 'পিয়ে'
দাঁড়া রে মোর ছায়।
শক্তি যেথা মুষ্‌ড়ে আছে আঘাত-অবনত
সেইখানেতে কাঁদা,
বিশ্ব-ভরা দৈন্য শত শতেক হাহাকারে
আপন বুকে বাঁধা।
ভগ্ন ঋজু উচ্চ নীচু সবার আনাগোনা
আমার খোলা বুকে ;
বিশ্বে এমন কেইবা আছে যে-জন নহে মোর
তাদের শোকে দুখে ?
আমার এ প্রেম মেঘের মত ঢাল্‌বে অবিরত
সবার মুখে বারি ;
আমার এ প্রেম-সূতার সাথে লক্ষ হিয়া গাঁথা
কারেই বল ছাড়ি ?

কলিকাতা ৫ই মাঘ ১৩২৪

ফাগুনের কুঞ্জ

সেদিন ছিল সাঁঝের আলো
ধূসর কালো ;—
বনানি সে জড়িয়ে আসে ঘুমে,
স্বপন-ঘোরে চাঁদটি ধরা চুমে।

অরুণিমা

মাঠটি ছিল ধূ-ধূ,
একটি কুহু শুধু
আমের শাখা হ'তে
শিউরে গেল বসন্তেরি মৃদুল-বায়ু-স্রোতে ;
মৌন ছিল ধূসর আলোখানি,
চমক মানি'
ছোট্ট সে চাঁদ নাচ্‌ল হাসি-ধারে ;
বনের পারে
পড়্‌ল সাড়া,—শাখায় দোলাদুলি,
ছুট্টে নেচে' জাগ্‌ল হাওয়া মাঠেতে ঢেউ তুলি'।
সে দিন সাঁঝের নিবিড় অসীমতা
সুপ্তি-অবনতা
ছিল কাহার আশে
স্তব্ধ নিশ্বাসে !
একটি কুহু-তান
জাগিয়ে দিল বান ;
অসীমেরি শিরায় শিরায় ছুট্‌ল কুহু-ধার—
মাত্‌ল পারাবার !
এত বড় আকাশখানার দিল না আনন্দ
একটি কুহুর ছন্দ
আজ্‌কে দিল প্রাণ,
আলো হাতে বেরিয়ে এল অসীম গেয়ে গান।

কলিকাতা ৬ই ফাল্গুন ১৩২৪

বর্ষা-সন্ধ্যায়

(গান)

স্নিগ্ধ শ্যামল সুন্দর আজি বিশ্ব-জননী মা!
স্তিমিত-সূর্য্য-গৌরব-রাগ, শীতল মহিমা।
নীরদ-জড়িত গগন-প্রান্ত,
নদী তরু বন কোমল কান্ত,
ধূসর-আলোক-পূরিত ধরা, স্বপন-গরিমা।
মূর্চ্ছা-আনত পবন মন্দ,
নীরব বিহগ-কাকলি-ছন্দ,
ধেয়ান-মগন গগন ভুবন, লুপত নীলিমা।
বিপুল-মেঘ-গম্ভীর ছায়া,
তন্দ্রা-মগন নিবিড় মায়া,
প্রান্তর-পার-চুম্বিত ধরা, ধূসর কালিমা।

কলিকাতা — ৭ই চৈত্র ১৩২৪

সঙ্গীহীন পাতা ও দুরন্ত হাওয়া

শীতের শেষে বটের মাথে একটি পাতা রয়,
চপল হাওয়া তাহার 'পরে প্রবল এসে বয়।
বট সে বলে,—সকল ছেলে হারিয়ে রয়েছি;
একটি মাণিক দুল্‌ছে বুকে, সেটিও নেবে কি?
কোনই কথা কয় না হাওয়া কেবল হানাহানি,
বটের 'পরে পাতার শিরে পড়্‌ল টানাটানি।

বট সে বলে—মাটির হ'তে যা-কিছু রস পাই
একটি আমার এই মাণিকে দিচ্ছি যে সবটাই।
হাওয়ার কেবল বিপুল তাড়া—হানার পরে হানা,
কাতর পাতা শিউরে নুয়ে কর্‌ছে কত মানা!
এম্‌নি আসে দিনে রেতে পাগল হাওয়া মাতি,'
সইল না আর, খস্‌ল পাতা ধূলায় করে' সাথী।
আজকে আমি বটের পানে কেবল চেয়ে দেখি,
শেষ মাণিকে হারিয়ে সে যে উদাস—আহা একি!
আজ্‌কে তাহার নগ্ন বুকে পাঁজরগুলোর 'পরে
তেম্‌নি হাওয়া উছাস নিয়ে আছ্‌ড়ে কেঁদে মরে।

রেলগাড়ি

১৬ই চৈত্র ১৩২৪

বর্ষা-শেষ

ছোট্ট গ্রামের ছোট্ট সীমার দু'কূল ভাসায়ে
আকাশ তখন ক্ষান্ত হ'ল বাদল গুটায়ে,
মেঘ তখনো থেকে থেকে
বিদায়-গাথা তুল্‌ছে হেঁকে,
বিজ্‌লি-রাণী এধার-ওধার পড়্‌ছে লুকায়ে,
আকাশ তখন ক্ষান্ত হ'ল বাদল গুটায়ে।

মরা দিনের অবশ আঁখি পড়্‌ছে যেন ঢুলে,
এধার-ওধার আঁধারখানা লুকোয় গাছের মূলে,
নারিকেলের লম্বা পাতে
নুইয়ে-পড়া বাঁশের মাথে
বাতাস তখন বাদল ঝরায় মৃদুল কাঁপন তুলে,
এধার-ওধার আঁধারখানা লুকোয় গাছের মূলে।

জলের মৃদু টপটপানি মউল পাতায় শাখে,
চিকিমিকি জলের নদী পথের আঁকে-বাঁকে ;
ঘেঁটুর পাতা যত্নে সুখে
জলের মাণিক লুকোয় বুকে,
ঘাসের মাথা গরব সাথে একটি মাণিক রাখে ;
চিকিমিকি জলের নদী পথের আঁকে-বাঁকে।

আমের বনে বাদল-ভেজা ডাক্‌ল পাপিয়া,
সুদূর হতে একটি কোকিল উঠ্‌ল গাহিয়া ;
সজনা গাছে পেচক ডাকে,
বাঁশের বনে শেয়াল হাঁকে,
ডোবায় ডাকে একটি ভেকে পরাণ ভরিয়া,
আমের বনে বাদল-ভেজা ডাক্‌ল পাপিয়া।

পুকুর-জলে মেঘের ছায়া শয়ন বিছাল,
আঁধার তারে জড়িয়ে নিয়ে নীরব ঘুমাল,
আমের পাতা উতল করে'
বাতাস কোথা লুকিয়ে পড়ে,
মেঘের ঢাকা গ্রামের মাথে নিথর দাঁড়াল,
আঁধার সাথে মেঘের ছায়া শয়ন বিছাল।

গোপীনাথপুর   ৮ই বৈশাখ ১৩২৫

রহস্যময়

কে আমারে মহাপ্রাণ আনিতেছ বারবার
জীবনের মরণের বিচিত্র দুয়ারে!
কে আমারে মহীয়ান, দুলাইছ ক্ষণে ক্ষণে
এপার ওপার পানে এ বিশ্ব-পাথারে!
কে আমারে নিশিদিন বাহিয়া বাহিয়া লয়
জগতের দুখে সুখে আনন্দ-দোলায়।
কে আমারে পুষ্পসম আজিকে ফুটায়ে তুলে'
কালি হোথা ছিঁড়ে দেয় জগৎ-বেলায়।
অপার রহস্য মাঝে 'বিহ্বলি' বলিছে প্রাণ,—
খোল খোল শত দ্বার, গোপন মহান্‌,
জনমের মরণের লুকানো রহস্য-কথা
আমারে জানিতে দাও, হে বিশ্ব-পরাণ!

গগনের মৌন আঁখি—চন্দ্র তারকায়
আমারে ডাকিছে সদা, বলে—আয় আয় ;
ভুবন পিছনে টানি' আমারে রাখিতে চায়
যতনে চুম্বন করি' কোলেতে শুয়ায়।
এমনি এ রহস্যের নিশিদিন টানাটানি—
নিশিদিন কে বা তুমি এ খেলা খেলাও ?
তোমার গোপন ঘরে আজি মোরে ডেকে নিয়ে
শত রহস্যের দ্বার খুলায়ে দেখাও।

কলিকাতা ২১শে বৈশাখ ১৩২৫

উতল বরিষণে

উতল বরিষণে
বাদল ঘোর ঘনে
আজিকে প্রাণে-মনে নিবিড় হয়ে যায়।
জকে মনে পড়ে উদার মাঠখান
সুদূর-গাছে-ঘেরা—তাহাতে অফুরাণ
বাদল ঝরে' পড়ে
বাতাস কেঁদে মরে—
জলের শাদা ধোঁয়া ঘনায়ে দূরে ভায়।

আকাশ ঘিরে ঘিরে কেবল কালো মেঘ
কেবল ঝরঝরে আকুল জল-বেগ,
মাঠের বুক-ভরা
মাটির তৃষা-হরা
চপল জলধারা ছুটিছে কি লীলায় !

আজিকে মনে পড়ে নির্জন নদীকূলে
জল ছুটে চলিয়া তরুমূলে,
নদীর আঁকে-বাঁকে
বাঁশের হেলা শাখে
তরল ঝোপে-ঝাপে সে জল ভেঙে ধায়

কেবল ছুটে যায় নদী সে ছলছল,
বাদল নাচি' নাচি' বলছে—'চল, চল',
আঁধার-ভরা গ্রামে
নিঝুম ঘুম-ধামে
বাদল নদী সাথে কত না ভাবে গায়

আজিকে মনে পড়ে নিথর তরু-সারি
তাদের মাথা 'পরে বাদল-ঘন-বারি,
ভিজিয়া পাতা-পাশে
জোনাকি কভু হাসে,
একেলা বাসা পানে বাদুড় ঝাপটায়।

আজিকে মনে পড়ে পুকুরে কালো জলে
বাদল চিকিমিকি ঠমকি' ছুটে চলে,
ভেকের কল-কথা
ভাঙিছে নীরবতা
হরষ-ভরা ধ্বনি গ্রামেরে উতলায়।

আজিকে বরিষণে কেবল মনে পড়ে
খোলা সে মাঠখানি, গ্রামের বন-ঘরে,
নীরব দিশি দিশি
আঁধারে ধারা মিশি'
নদীতে পাতা 'পরে মুখর হয়ে গায়।

কলিকাতা
৯ই আষাঢ় ১৩৪৫

বন্ধন

আমারে দিয়েছ দুঃখ শুধু সেই নয়
জগতের দুঃখ-তাপ-দৈন্য-ব্যথা-চয়
আমার হৃদয়মাঝে তুলিছে ক্রন্দন ;
আমার বেদনা সাথে বিশ্বের বেদন
আমারে মাতায়ে তোলে ; পথহারা প্রাণ,
দীন শীর্ণ ভিখারীর করুণ নয়ান,
তাপিতের তপত নিশ্বাস মোর মাঝে
আলোড়' বিলোড়' মোরে নিশিদিন বাজে।

জগতের বেদনার বিচিত্র প্লাবন
অফুরন্ত বেগে মোরে করিছে তাড়ন
উদ্দাম উচ্ছল স্রোতে ; হৃদয় আমার
বিশ্বের ক্রন্দন সাথে তুলিছে ঝঙ্কার।
দু'টি দুঃখ-বেদনার একান্ত মিলন—
কাঁদন-বাঁধনে বাঁধা আমি ও ভুবন।

কলিকাতা

১৪ই আষাঢ় ১৩২৫

রহস্য

প্রতিদিন সন্ধ্যাকাশে রক্তিম চিতায়
আমার জীবন হতে খসে' পুড়ে' যায়
একে একে কত না দিবস ; প্রতি সাঁঝে
উছল আঁধার মোর শ্রবণের মাঝে
চুপি চুপি বলে যায়,—কোথা গেল ডুবে
কোন্ মৌন সিন্ধু মাঝে, অতলের কূপে
ক্ষুদ্র জীবনের তব মণিমাল্য হ'তে
একটি রতন ; মুগ্ধ নয়নের পথে
দেখি যেন ভেসে যায় সুদূর আকাশে
একটি পরম ক্ষণ সুদীর্ঘ নিশ্বাসে!

অন্তরে চাহিয়া দেখি,—এ ত আগুয়ান
দিনে দিনে চলে' চলে' বাড়িছে পরাণ :
আবার ভাবিয়া মরি,—এ ত পিছে যাওয়া,
এ ত শুধু দিনে দিনে মরণেরে পাওয়া !

কলিকাতা ২৩শে আষাঢ় ১৩২৫

সীমাহারা

আমার আমি উপ্‌চে যে-দিন নদীর মত ছুটি
সে-দিন শত বাঁধের বাধা নিমেষে যায় টুটি' ;—
সে-দিন আমি ছড়িয়ে পড়ি—
বিশ্বখানায় জড়িয়ে ধরি,
সে-দিন কোথাও থামতে না চায় আমারি এই সীমা,
ছুটতে সে চায় প্রখর যেন প্রভাত-অরুণিমা !
সে-দিন দূরের আকাশখানি,
আকাশ-ছোঁয়া মাঠ, বনানি,
বিপুল মহা বিশাল পাথার-সবই বুকে আসে,
সবাই দোলে দোদুল তালে আমার সীমা-পাশে।
সে-দিন আমি প্রাণে মনে
বিরাট হয়ে এই ভুবনে
দাঁড়িয়ে থাকি দু'হাত ভরে' বিলিয়ে আপনায়,
আমার বুকে বিশ্ব-প্রাণের আঘাত নেচে যায়।

সে-দিন আমি অবাক মানি—
এই বুকেতে এতখানি !—
এই বুকেতে অসীম আকাশ, অসীম ধরাখান,
এই বুকেতে বিশ্ব-জনের বিপুল কলতান !
সে-দিন আমি শিরায় শিরায়
বিশ্ব-জনের দুঃখ-ব্যথায়
বুঝ্‌তে পারি আকুল নাচে, হর্ষ তারি মাতে ;
বিশ্বনাড়ী তাল দিয়ে যায় আমার নাড়ীর সাথে ।
সে-দিন আমার ঠিক-ঠিকানা
কোন কিছুই যায় না জানা,
সে-দিন আমি বিশ্বসাথে একেবারেই ছাড়া ;
সে-দিন আমার প্রাণের নদী বিপুল দিশেহারা !

কলিকাতা ৩২শে আষাঢ় ১৩২৫

সমন্বয়

অবাধ অনন্ত পথে কোথা তুমি চলে যাও
দেখ নাক শোন নাক কিছু ;
বিপুল অশ্রান্ত স্রোতে সবারে বহিয়া লও,
কারো আশে চাহ নাক পিছু ।
কত কান্না কত গান কত হাসি কলতান—
সবারে ভাসায়ে লয়ে যাও,

সুপ্তি-মৌন আকাশের কোন্ গুপ্ত পারাবারে
সবারে লুকায়ে রেখে দাও !
হে সময়, হে অদ্ভুত, হে বিরাট অনন্ত পথিক,
চলে' চলে' নাহি তব শেষ,
অনাদি প্রভাত হতে যুগে যুগে অবিরাম
চলিয়াছ ছাপি' দেশ দেশ।
জগৎ আলোড়ি' উঠে কত ক্ষিপ্ত কোলাহলে,
কেহ নাহি রুধিবারে পারে,
প্রশান্ত ঘুমন্ত রাতে অবিরাম চলে' যাও
ভেসে ভেসে কোন্ পরপারে !
একি চলা, একি যাওয়া, একি তব পলায়ন,
হে পথিক অনন্তপিয়াসি,
অনন্তের বক্ষ হতে উথলি' অনন্তে যাও
গৃহহীন উন্মনা সন্ন্যাসী !
আদিহীন অন্তহীন শ্রান্তিহীন পথিক মহান্,
পথে পথে দু'টি হাত ভরে'
লয়ে যাও আমাদের লুপ্ত অশ্রু, হারা গান
আপন পাথেয় সম ধরে'।
অনন্ত ভবনে তব গোপনে রাখিয়া দাও
কত ভগ্ন অশ্রু-মাখা পল,
কত পরিপূর্ণ প্রাণ আনন্দ-উজল দিন,
কত ক্ষণ—ব্যথিত উতল।

যাওয়া আসা নাহি তব, শুধু যাওয়া অবিরাম,
নিশিদিন শুধু অভিযান,
শুধু প্রাণ দিয়ে যাওয়া, শুধু গাওয়া বেগবান
বাঁচার কাহিনী অফুরাণ।
এ যাওয়া কি মহীয়ান, ক্ষণেক থামিবে নাক
জগতের আর্ত্তনাদে নিমেষ থমকি' ?
এ যাওয়া কি কোন দিন বৈশাখ-গর্জ্জন শুনে
দাঁড়াবে না সহসা চমকি' ?
থেমো থেমো একদিন হে পথিক ধাবমান,
ক্ষণেক স্তবধ আঁখি-পাতে
দাঁড়ায়ে দেখিয়ে নিও বিচিত্র-ভুবন-লীলা
কি বিচিত্র কলরোলে মাতে !
নাই নাই কাল নাই, দাঁড়াবার নাহি অবসর—
এই তুমি বলে' বলে' যাও ;
জগৎ ছুটিয়া চলে, জীবন ছুটিয়া চলে
অণু পরমাণু সবে ছুটিছে উধাও,
তোমার চলার সাথে এ বিশ্ব ছুটিয়া চলে
পূর্ণ হতে পূর্ণতর বেগে,
ঝরা পাতা মরা গান তারাও ছুটিয়া চলে
তোমা সাথে বেঁচে আর জেগে।

কলিকাতা

৫ই শ্রাবণ ১৩২৫

বর্ষা-মিলন

বাহিরে ঝরঝরে আকুল জলধারা,
শাঙন ঘন মেঘে উজল রবি হারা,
এমন বরিষণে
আজিকে প্রিয়া-সনে
মিশিতে প্রাণে-মনে
আকুলি' উঠে প্রাণ।

আজিকে বুকে বুকে দোঁহায় ঘিরে রাখা,
দোঁহায় মুখে মুখে অধর পিয়ে থাকা,
দোঁহায় নিরজনে
নীরব আলাপনে
আবেশ-ঘুম-সনে
দোঁহাতে দোঁহে দান।

ঝলকি' শোনা যায় জলের ঝরঝরি,
উতল বায়ু সাথে পাতার মরমরি,
শাঙন-ঘন-ছায়া
রচিছে ঘোর মায়া,
মোদের দুটি কায়া
নিবিড়ে মিশে যায়।

তটিনী ছুটে যায় উছল ভরা প্রাণে,
পুকুরে বারিরাশি উপচে কানে কানে,

মোদের দুটি বুকে
অধীর প্রেম সুখে
উপচি' সব দুখে
ভরিয়া উথলায়

গুমরি' যত উঠে শাঙন কালো মেঘ
আকুলি' যত নামে অঝোর জল-বেগ,
ততই মোরা দুটি
শভেক বাধা টুটি'
দোঁহায় দোঁহে লুটি
ব্যাকুল বেদনায়!

কেবল চুমে' চুমে' অমিয়া পিয়ে থাকি,
কেবল ঘন ঘন দোঁহার বুকে ঢাকি
কেবল যেচে নেওয়া,
কেবল সেপে দেওয়া,
কেবল মিশে যাওয়া,
বিলানো আপনায়

আজিকে ভরা ধরা,
ছায়া সে ঘুম-ভরা,
কেবল তৃষা-হরা
হিয়াতে হিয়া দান!

আজিকে বরিষণে

কেবল প্রিয়া-সনে

নিবিড়ে প্রাণে-মনে

মিশিতে চাহে প্রাণ।

কলিকাতা   ২৪শে শ্রাবণ ১৩২৫

অভিসার

শাঙন মেঘ গগন-গায়ে গুমরে ঘন ঘন,
স্তব্ধ আঁধা শিহরি' কাঁপে, নিথর তরু বন,
বিজলি-ভারে পথের পাশে
বাদল-জল বাঁকিয়া হাসে,
গাছের পাতা মাটির তৃণ নিসাড় নিমগন,
শাঙন মেঘ গগন-গায়ে গুমরে ঘন ঘন।

এ হেন রাতে বিজন পথে গোপনে কেবা চলে,—
নূপুর তার সভয় ভাষে রিনিকি ঝিনি বলে,
অঙ্গে তার জড়ায়ে কালো,
নয়নে নাচে তড়িৎ-আলো,
শাঙন-মেঘ-রণন সাথে হৃদয় তারি টলে,
এ হেন রাতে বিজন পথে গোপনে কেবা চলে।

বিজুলি-আলো চমকি' ওঠে, নয়ন করে' নীচু
বিমনা নারী নাচিয়া চলে, চাহে না আগু-পিছু,
বাদল-ঘন নিবিড় নিশা,
তরুতে মাঠে তড়াগে মিশা,
সুপ্ত গাঁয়ে লুপ্ত বনে জাগে না আজি কিছু,
বিমনা নারী নাচিয়া চলে চাহে না আগু-পিছু।

মেঘের বুকে জলের ভার যেমনি উঠে কাঁপি'
তেমনি আশা রমণী-বুকে আকুল উঠে ঝাঁপি',
আঁধার মাঝে মেঘের গুরু,
রমণী-বুক কাঁপিছে দুরু—
মত্ত আশা ব্যাকুল-তৃষা আঁধারে চলে চাপি',
জলেতে-ভরা মেঘের মত রমণী ওঠে কাঁপি'।

সুদূরে কোথা পথের পাশে প্রিয় সে তারি জাগে
এহেন রাতে বাদল-সাথে তাহারে সে যে মাগে,
স্তিমিত তার প্রদীপ-শিখা
পথের 'পরে ফেলিছে লিখা,
বাদল-ঘেরা নিজন গৃহে একটি প্রাণ জাগে,
ব্যাকুলা নারী তাহারে স্মরি' ছুটিছে অনুরাগে

নিবিড় ঘন আকাশ-তলে লুপ্ত আজি ধরা,
উচ্ছাসময় জগৎ-প্রাণ সভয়-ঘুম-ভরা,
বিজন পথ নিবিড় রাতি
ব্যাকুল নারী চলিছে মাতি'
সভয় সুখে প্রিয়ের বুকে মাগে সে তৃষা-হরা,
নিবিড় ঘন আকাশ-তলে লুপ্ত আজি ধরা।

বিজুলি-আলো চমকি' উঠে ঠমকি' চলে নারী,
পরাণে তার আগুন তৃষা, গগনে ঝরে বারি,
বাদল তারে উতল করে'
বাহিরে আনে পথের 'পরে
ব্যাকুল-প্রিয়-বয়ানখানি নয়নে জাগে তারি,
বিজুলি-আলো চমকি' উঠে ঠমকি' চলে নারী।

কলিকাতা ২৭শে শ্রাবণ ১৩২৫

বিশ্ব-মিলন

বিপুল এ ভুবনের আনন্দ আগারে
ব্যাপ্ত পারাবারে
মনে হয় আপনারে ডুবাইয়া রাখি,
শুধু চেয়ে থাকি
নিশীথের মিটি-মিটি তারার মতন
ভেদিয়া গগন।

সাধ যায় সাগরের সফেন দোলায়
উন্মত্ত খেলায়
নেচে নেচে ছুটে ছুটে যাই
সুখে দুখে ভেঙে চূরে কেবল পালাই।
সন্ধ্যার আঁধার সাথে
দিগন্তের বক্ষ হতে অফুরন্ত পাতে
ভেসে ভেসে আসি—
ঢেকে ছেয়ে ব্যাপ্ত-বুকে বিশ্ব কোল গ্রাসি'।
কভু সাধ যায়
আকাশের সৌম্য নীলিমায়
ছড়াইয়ে জেগে থাকি নির্বাক আশায়,—
কত ঝঞ্ঝা কত মেঘ কত বজ্র ছুটে ছুটে যায়
আমার অনন্ত বুকে
অবিরাম বাধাহীন সুখে ;
একে একে ভেসে যাক্ আলোক আঁধার,
নীরদের দল আর তারকার হার।
মনে হয় নিশীথের নিস্তব্ধ সরণে
অক্লান্ত বদনে
ডেকে যাই ঝিঁঝির মতন—
বিশ্বের মৃত্যুর মাঝে প্রাণের রণন।
নিশীথের বক্ষ 'পরে শুধু পেতে কান

শুনে যাই চির-প্রাণবান

বিশ্বের সঙ্গীতখানি,

বিশ্বের হৃদয় সাথে হোক্ কানাকানি।

কভু ভাবি ফুটে উঠি ফুলের সমান ;

ধরার স্নেহের মাটি ভেদিয়া পরাণ

জেগে থাক্ তৃণ-বীথিকায়

হরষ-হেলায়।

কভু চাই অবাধ বাতাসে

বিলাইয়া আপনায় দুরন্ত উল্লাসে

চুমে চুমে সবারে বেড়াই,

ছুটে ফেরে ব্যাপ্ত বিশ্বে বক্ষে আঁকড়াই।

অন্ধকার বুকের সীমায়

ক্ষিপ্ত প্রাণ থাকিতে না চায়,

ছুটে যায় দুরন্তের আকুল সন্ধানে

উন্মুক্ত বিমানে।

কক্ষে কক্ষে এ বিশ্বের কত কলরব ;

আলোকের আঁধারের বিচিত্র বিভব

দোলাইছে প্রাণ,

গুপ্ত বিশ্ব-গান

শ্রবণের দ্বারে এসে হৃদে ডাক ছায়

আমারে মাতায়।

সাধ যায় তাই নিশি-দিন
বিশ্ব-বুকে আপনারে করে' দিই লীন ;
বিশ্বের আনন্দ সাথে নাচিয়া ফুটিয়া
বিশ্ব-প্রাণে এই প্রাণ রাখি রে গাঁথিয়া।

কলিকাতা ১৮ই আশ্বিন ১৩২৫

দুপুরে কাকের ডাক

আজ দুপুরে নিঝুম রোদে বাতাস নাহি বায়,
একটি কাকে ডাক্‌ছে হোথা ছাতের আলিশায়,
উদাস দিনের বুকের মাঝে
ডাক্‌টি যেন গুম্‌রে বাজে,
সে ডাক শুনে অবাক পরাণ বৃহৎ কারে পায়,
একটি কাকে ডাক্‌ছে বসে' ছাতের আলিশায়।

মৌন আজি দুপুরখান নেইক কলগান,
তার মাঝে এই ক্ষণে ক্ষণে কাকের ঘন তান
বল্‌ছে আমার মনের মাঝে—
আছে রে ঐ হোথায় আছে
দুপুর ঢেকে আর-এক বিশাল বিরাট মহা প্রাণ,
মৌন দুপুর থম্‌কে আছে নেইক কলগান।

কলিকাতা ২০শে আশ্বিন ১৩২৫

বিশ্ব-প্রবেশ

আমারে পশিতে দাও দুয়ারে তোমার
হে সম্রাট, মহীয়ান বিশ্ব-রাজ-রাজ !
তোমার বিরাট সৌম্য সমুদ্র-মেখলা
দিগন্ত-প্রান্তর-ভরা মৌন সুমহান
অনন্ত ভবন-দ্বারে বসে আছি আজ
স্তব্ধ মূক ! এ দুর্গ-দুয়ার ক্ষিপ্রহাতে
মুক্ত করি' চায় প্রাণ উন্মত্ত-চরণে
তোমার অন্তরে যেতে। দাও খুলে দাও,
অতিথিরে কর দান তোমার ভবন হ'তে
স্বর্ণ-রত্ন-রাশি। স্নিগ্ধ আলো অন্ধকার
দু'হাত ভরিয়ে আমি তুলে করি পান
আকাঙ্ক্ষা মিটায়ে। ঘুরে আসি অনন্তের
প্রতি কক্ষে তারকার অন্তরে অন্তরে,
ঘূর্ণিত-সহস্র-গ্রহ-উদ্বেল-বেলায়,
প্রভাতের তপনের স্বর্ণ-পথ পাশে
অবিরাম ; ডুবে আসি আঁধারের গুপ্ত
গর্ভ মাঝে, আলোকের মুক্ত পারাবারে,
আকাশের নীলিমার মহাম্বুধি মাঝে
উদ্দাম হরষে।
কে ওই বাজায় শঙ্খ ?—
কেঁপে কেঁপে ওঠে তান রুদ্র ভীম সুরে

তোমার মন্দির মাঝে !—কক্ষে কক্ষে তার
মেঘ-মন্দ্র প্রতিধ্বনি উঠিছে মাতিয়া !
বিশ্ব-দুর্গ-দ্বারে বসে আছি বাক্‌হীন,
দুরন্ত পরাণ দুর্ব্বোধ তাড়নে ভেঙে
দিতে চায় দ্বার, ছুটে যেতে চায় শুধু
বিশ্ব-প্রাণ-পুরে। খুলে দাও, তুলে নাও
বন্ধ-আবরণ, মুক্ত কর বিশ্ব-পথ
উচ্চ জয়নাদে। বাজাও বাজাও শঙ্খ—
যেতে যাক্ প্রাণ, ঢাল ঢাল অগ্নি ঢাল,
হে রুদ্র তপন ! এস এস সমুদ্রের
মত্ত আলোড়ন, বৈশাখ-মেঘের তীব্র
বজ্র-অগ্নি-শিখা,—সবে মোরে শক্তি দাও
উদ্দাম প্রবল ভেদিবারে বিশ্ব-দ্বার।

দূর হতে শুনি গান, দূরে গ্রহদল
বিচিত্র লীলায় ভেসে যায় নয়নের
পরে, আজি আমি একেবারে যেতে চাই
সবার অন্তরে প্রচণ্ড শকতি লয়ে।
দেখিবারে চাই বিশ্বের হৃদয়-কম্প,
আলো-আঁধারের উদ্বেলিত মহাসিন্ধু ;
প্রাণে প্রাণে বুঝিবারে চাই দিন রাত্রি
তপনের, লক্ষ লক্ষ গ্রহ-তারকার

শ্রান্তি-হীন অক্লান্ত গমন। তীব্র মোর
নয়নের 'পরে আজি কিছু রবে নাক
ঢাকা, বিশ্বের চলন্ত প্রাণ প্রাণে মোর
করিবে আঘাত। বিশ্বের সহস্র দ্বার
খুলিবে চমকি' ;—সবাকার মাঝে গিয়ে
দেখে লব কোথা কিবা, কোথা স্তব্ধ রহে
অতীতের পুঞ্জীভূত প্রাণ, অন্তহীন
অম্লান হরষ, বিপুল অজস্র হাস্য।
আলোড়ি' আসিব বিশ্ব, মথিয়া ফেলিব
অনন্তের সিন্ধুখানা দুরন্ত উৎপাতে।

ওই ওই শঙ্খ বাজে, জাগ জাগ প্রাণ
বিশ্বের অন্তর ভেদি' কর অভিযান।

কলিকাতা ২৯শে আশ্বিন ১৩২৫

চিরনবীন প্রেম

তোমার আমার মাঝে আজি সেই প্রেম
হেসে হেসে নেচে নেচে যায়,
এ প্রেম এমনি সুখে কত যুগে যুগে
চলে আসে এমনি খেলায়।
আজি যে দোঁহার মাঝে এই ব্যাকুলতা—
তুমি আমি পাগল সমান,

এমনি যে নিশিদিন কত না অতীতে
মাতিয়াছে মানব-পরাণ।
এমনি ত কত দিন বসে' মুখোমুখি
দু'টি হিয়া ধরেছে দোঁহায়,
দু'টি প্রাণ ধেয়ে-যাওয়া তটিনীর মত
মিশিয়াছে উদ্দাম লীলায়।
এ প্রেম অজস্র-প্রাণ অদম্য-নবীন
অফুরন্ত বেগে শুধু ধায়,
অতীতে অতীতে ছুটি' আবার নাচিয়া
দোলা দেয় মানব-হিয়ায়!
লক্ষ যুগ আগে কোথা মেতেছিল দু'টি প্রাণ
মিশেছিল চপল উচ্ছ্বাসে,—
আজিও দুরন্ত সুখে তেমনি ছুটিছে
কত প্রাণ পরাণের পাশে।
তুমি আমি আজি প্রিয়া, যেই প্রেমে মিশে যাই
এ প্রেম মোদের অবসানে
এমনি উদ্দাম স্রোতে তৃষিত আশায়
ধেয়ে যাবে পরাণে পরাণে।
তোমার আমার সাথে এ প্রেম মরিবে নাক,
লক্ষ লক্ষ মানবের বুকে
এ প্রেম খেলেছে খেলা, আবার খেলিয়া যাবে
যুগে যুগে অফুরন্ত সুখে।

কলিকাতা

১০ই কার্ত্তিক ১৩২৫

দুঃখোত্থিতা

আমার দুখের সিন্ধু দলিয়া মথিয়া
জ্যোতির্ময়ী কে জাগিলে জীবন লভিয়া !
উদ্বেলিত ব্যথা-সিন্ধু অন্তরের কানায় কানায়
উন্মত্ত তরঙ্গসাথে আছড়িছে দুর্দম লীলায়;—
কেঁদে কেঁদে ওঠে প্রাণ বেদনার সুতীব্র তাড়নে,—
আজি তুমি তারি মাঝে কে জাগিলে বিচিত্র ললনে !
আমার বেদনা-তপ্ত রক্ত করি' পান
আমারি অন্তর-মাঝে কে তুমি গো লভিয়াছ প্রাণ !
আমার দুখের তাপে ফুটিয়াছে অন্তর-কমল,
তারি 'পরে দাঁড়ায়েছ নব রূপে পূর্ণ নিরমল
লো কমলা ! তোমার এ মধুময় মোহন মূরতি
আমার বেদনা হতে লভিয়াছে জীবন-ফূরতি।
আঘাতে অন্তরে মোর যে অমৃত উঠিল ক্ষরিয়া
তাহারি প্রবাহ পিয়ে আজি তুমি উঠেছ জাগিয়া।
আমার বেদনা দুঃখ অবিরাম দৈন্যের আঘাতে
পলে পলে পেলে প্রাণ অফুরাণ উদ্দীপ্ত বিভাতে।
আমার এ শিরে শিরে বেদনার যে আনন্দ জাগে
সে আনন্দ কমনীয় তোমা সম কাহারে যে মাগে !
দৈন্য মাঝে জেগে তুমি দৈন্য মোর করিলে হরণ,
আমার শতেক দুখে দুঃখময়ি, করিলে বরণ।

সে দুঃখ সে বেদনায় তোমার নয়ন চোখে পড়ে,
আমার আঘাত 'পরে সরস করুণা তব ঝরে।
তুমি যে একান্ত মোর, নিঃসঙ্গের অনন্ত-সঙ্গিনী,
শিরা-উপশিরা-পাশে চির তরে তুমি যে বন্দিনী।
তোমাতে লভেছে প্রাণ বেদনার সুগুপ্ত হরব,
বিচিত্র সঙ্গীত তোল হৃদি-বীণে করিয়া পরশ।
আমার বেদনে দুঃখে বাঁধা তুমি অটুট বন্ধনে;
তুমি যে কল্পনা মোর কাব্য-প্রাণ, বিচিত্র ললনে!

কলিকাতা ২৪শে অগ্রহায়ণ ১৩২৫

নারী

আজকে আমার স্বপন-মাঝে জাগ্‌লে তুমি নারী,
আমার হিয়ার সুপ্ত কমল পাপ্‌ড়ি বিথারি'
ফুট্‌ল তোমার চরণ-তলে, হাস্যময়ী বালা,
তোমার মধু কনক ভাতি কী অমৃত ঢালা!

নারি, তুমি কল্যাণেরি সুবাস-ভরা ধূপ,
বিশ্ব-তৃষায় ঢাল্‌ছে বারি তোমার মধু রূপ,
জন্ম তুমি সৃষ্টি তুমি বিশ্বে তুমি প্রাণ,
তোমা হ'তে লক্ষ মানব আজকে বেগবান্‌!

আজকে তোমার চরণ দুটি জড়িয়ে নিয়ে বুকে
নিভিয়ে লব ব্যথার আগুন তীব্র শত দুখে,

তুমি তোমার নয়ন হতে দাঁও করুণা-বারি,
দু' হাত ভরে' কল্যাণে দাও, দাও মহতী নারি

ঢাক ঢাকো প্রেমের কোমল শীতল মধু ছায়,
স্নেহের ধারা দাও বন্যানে বিপুল-বরিষায়,
বিশ্ব-পিতার আশিস্ সম তোমার দু'টি হাত
আমার মাথার 'পরে রাখ, হউক সুধা-পাত।

কল্যাণেরি আবাস তুমি, দীপ্তি তোমার প্রেম,
অঙ্গে তোমার শীতল আভা স্নেহের গলা হেম,
মূর্ত্ত তুমি বিশ্ব-মাতা—অপার গরীয়সী,
দেবী তুমি, স্বর্গ তুমি, তুমিই মহিয়সী!

কলিকাতা ৭ই পৌষ ১৩২৫

মুমূর্ষু

একটিবার ও জান্‌লা-পাশে পর্দ্দা তুলে দাও,
একটিবার ও আকাশখানা দেখ্‌তে মোরে দাও।
বারেক শুধু তোমরা সবাই দাঁড়াও ঘিরে মোরে,
স্তব্ধ আমার শীতল কানে দাও না উছাস ভরে';
বারেক শুধু চেঁচিয়ে বল—এই যে মোরা সব,
বুকটা ভরে' জমিয়ে রাখি তোদের কলরব।

বারেক তোরা জড়িয়ে মোরে বাঁধ্ রে বুকে বাঁধ,
তপ্ত তোদের পরশ নিয়ে মিটাই মনের সাধ,
দৌড়ে তোরা চপল-প্রাণে নাচ্ রে মোরে ঘিরে,
উতল ক'রে দে রে আমার স্তব্ধ-মরণ-তীরে !
তোরা সবাই ক'রে কথা, চেঁচিয়ে গা রে গান,
তোদের উতল-পরাণ-ঘায়ে জাগিয়ে দে মোর প্রাণ ।
ডাক্ বিধুকে.ডাক্ হরিকে গল্প করুক্ তারা,
কান দিয়ে আজ পান করি রে কথার সুধা-ধারা ।
আয় রে তোরা সাম্‌নে আমার, চোখটা ভরে' হেরি,
হাস্ রে তোরা, গা রে তোরা, আমায় শুধু ঘেরি' ;
নে রে হোথা জান্‌লা হ'তে.পর্দ্দা তুলে নে,
সূর্য্যি-আলো দেখে দেখে মর্‌তে আমায় দে !
কোথায় গেল হরিশ-খুড়ো, ছেলেগুলো কোথা ;—
ডেকে তাদের খেল্‌তে রে বল্ ঐ দালানে হোথা ।
আমার পানে ভয়ে ভয়ে মুখটা করে' ভার,
অমন করে' তাকাস্ নে ক, ব্যথিস্ নে ক আর !
হাসি তোদের কোথায় গেল, নেইক কেন কথা ?—
তোরাই মোরে ফেল্‌বি মেরে, তোদের নীরবতা ।
আমার চোখে ঘনিয়ে আসে কোন্ পাতালের কালো,
হাসি দিয়ে নয়ন দিয়ে দেনা আমায় আলো !
তা' না কেবল নিশ্বাস দিয়ে, ত্রস্ত আঁখি দিয়ে,
তোরাই মোরে মার্‌লি চেপে সকল হরষ নিয়ে ।

শুন্‌বি নে ক কথা তবু, কাঁদ্‌বি তোরা খালি !—
লক্ষ্মী তোরা গা' ছুটো গান, হাস্‌না বনমালি !
আজকে আমার কান্না কোথায়, তোদের শুধু কাঁদা,
আমার কেমন ঘুমটি আসে,—সবই যেন ধাঁধাঁ !
কেবল তোরা ক'রে কথা, কেবল অট্টহাসি,
আমি তোদের উছাস পরে যাই রে ভাসি' ভাসি' ;
আজকে আমায় আকাশ পানে থাক্‌তে দে রে চেয়ে,
ঘুমিয়ে যাব দুলে দুলে আলোর সাগর বেয়ে।

কলিকাতা ১১ই পৌষ ১৩২৫

বারবনিতা

তুমি যে গো মাতার ছবি, প্রেম-দেউলের ধূপ,
তোমার কি গো সাজে এমন বিকচ বিলাস-রূপ ?
কল্যাণেরি বিকাশ তুমি, লাজ-আনতা বধূ,
তপ্ত মানব তোমার বুকে পিইবে শুধু মধু ;
স্নেহের আঁচল বিছিয়ে তুমি ঢাক্‌বে শিশুদলে,
রাখ্‌বে ছেয়ে আপন স্বামী সরস বক্ষ-তলে,
পথের জনে ভাইর মত কর্‌বে স্নেহ-দান,
শান্ত শীতল কল্যাণেতে ভর্‌বে গৃহ-খান ;
আজ্‌কে তুমি এ কি নারি, বিকট সর্ব্বনাশী,
আপ্‌নাকে আজ নাশ করেছ কল্যাণে সব গ্রাসি' !

কোথায় তুমি তাড়িয়ে দিলে উছল প্রেম-সুধা,
তপ্ত মরুর আগুন সম জাগ্‌ছে চোখে ক্ষুধা !
তোমার কোমল বয়ান হতে তাড়িয়ে করুণ ভাতি,
জাগিয়ে রাখ কালিমাময় কোন্ পাপেরি রাতি !
স্নেহ প্রণয় সব দলেছ অকল্যাণে ডাকি',
নরকে আজ রূপ দিয়েছ স্বরগটারে ঢাকি'।
নারি, তুমি কল্যাণী যে, তাড়াও শত পাপ,
মাতার রূপে ভার্য্যারূপে এস, জুড়াও তাপ !
তোমার মাঝে সুপ্ত আছে জননী ও প্রিয়া,
প্রীতিমতী ভগ্নী আছে,—জাগাও তব হিয়া ;
জাগাও তোমার গুপ্ত স্নেহ সুপ্ত তোমার প্রেম,
শীতল কর মানব-গেহ, বিপুল ঢাল ক্ষেম।

কলিকাতা — ১১ই পৌষ ১৩২৫

চুম্বন

আমার বুকের যতেক আবেগ যতেক আকুলতা
আজকে সে যে বেরিয়ে আসে—একটি চুমোর ব্যথা;
উচ্ছ্বসিত ঠোঁটের 'পরে
আকুল পরাণ উপচে পড়ে,
ধর তোমার বয়ান ভরে' সুধার উছলতা
চুম্বনেরি ব্যথা।

আমার এ যে চুমো প্রিয়া, চুমো ত এ নয়—
এ যে ঢালে তপ্ত আশা, তৃষার পরিচয়,
এ যে সুখের তীব্র বেদন,
শিরা-উপশিরায় দহন,
এ যে পরাণ বিলিয়ে দেবার উতল অভিনয়,
চুমো ত এ নয়।

দুই অধরে উপ্‌চে-আসা আকুল দু'টি প্রাণ—
একটি নিবিড় চুমোর মাঝে জড়িয়ে অবসান,
দুইটি পরাণ যুক্ত-মুখে
দোঁহায় ধরে একটি সুখে,
দোঁহায় নাচে একটি বেগে দোঁহায় করে' দান
যুক্ত দুটি প্রাণ।

কলিকাতা ১০ই ফাল্গুন ১৩২৫

আকাশ

হে মৌন, হে শান্তিময় সুষুপ্ত আকাশ,
ছাড়ি অট্টহাস
আপনারে সবলে বিস্ফারি'
দেখাও গোপন গর্ব আজিকে বিথারি'।

আমাদের মত্ত ধরা হতে
অবিরাম স্রোতে
ছুটে যায় ও বক্ষে তোমার
কত ক্ষিপ্ত কলকথা আরাব দুর্ব্বার।
হে দানব, মেলিয়ে বয়ান
তুমি অফুরাণ
গ্রাসি' লহ বুভুক্ষু যতনে
মোদের উচ্ছল হাস্য কলতান উদ্বেল ক্রন্দনে
আজি টুটি' বক্ষ-দ্বার
নয়নে আমার
দেখাও সুগুপ্ত গর্ভ, সঞ্চয় বিরাট,
হে মৌনী সম্রাট!
যুগে যুগে লক্ষ বর্ষে প্রচণ্ড ক্ষুধায়
গ্রাসিয়াছ কত কথা কত না ব্যথায়,
কত না উজ্জ্বল হাস্য, প্রমত্ত উল্লাস,
ব্যথিতের ব্যাকুল নিঃশ্বাস,
অনাথের দুখিনীর অনন্ত ক্রন্দন,
বিজয়-বারতা কত, প্রমত্ত রণন!
আজো তব গুপ্ত বক্ষে সুপ্ত রহে পড়ে'
আনন্দ-বিভোরে
ধরার বসন্ত শত—সাথে পাখীতান,
বরষায় ভেক-মুখে ধরণীর হরষেরি গান।

সর্ব্বভুক্, বুভুক্ষু-পরাণ,
সবারে গ্রাসিয়া তুমি নিজ বক্ষে রাখ অফুরাণ।
আজি শুধু অনন্ত বিকাশে
দেখাও বিচিত্র রত্ন বিচিত্র প্রকাশে।
আপনারে ছিঁড়ে টুটে হে সুপ্ত গভীর,
জেগে ওঠ প্রচণ্ড অস্থির,
দেখাও চঞ্চল কাল, লুপ্ত যুগ, সুপ্ত বেদনায়
জীবন্ত লীলায়।
কথা কও, বলে দাও হে মূক মহান্,
কত রাত্রি কত দিন উষা কত সন্ধ্যা গরীয়ান্
কি বিচিত্র জীবন-দোলায়
তোমার বিরাট দৃষ্টি 'পরে মরেছিল কালের বেলায়।
স্থির-আঁখি-পাতে
তুমি দেখিয়াছ কত ধূলিকণা সাথে
লুটায়েছে মোহন কুসুম ; শিশুর জীবন্ত হাসি
চলে' গেছে ভাসি'
দুখিনীর বুকের রতন ; কত দীপ্ত প্রাণ
ধূলায় লভেছে অবসান।
যত গান যত ছবি যত হাসি-খেলা
হে সিন্ধু, উতলি' তব বেলা
আজো তারা জাগিছে দুর্দ্দম তোমার অনন্ত বুকে
নিজ সুখে দুখে।

আজি তুমি জেগে ওঠ আপনারে করিয়ে চঞ্চল
দুরন্ত প্রবল,
বিদারি' নীলিমা-বক্ষ দেখাও আমায়
জগতের সুপ্ত শ্বাস লুপ্ত প্রাণ আনন্দ ব্যথায়।

কলিকাতা ৬ই চৈত্র ১৩২৫

বিশ্ব-ক্রোড়ে

ক্লান্ত দেহখানি বাহিরে আনিনু যবে
হে ভুবন, জুড়ালে পরাণ—
ভেসে-যাওয়া ছোট মেঘ, হেসে-ওঠা ছোট তারা
তারি 'পরে চাঁদের তুফান,
শ্যামল আকাশখানি তরল আলোয় আঁকা
বিমল ভুবনখানি ভাসে,
অগণন-সৌধ-শিরে নির্জন তরুর মাথে
এ আলোক জুড়াইয়া হাসে!
বিজন পথের পাশে উচ্ছ্বসিত ঐ তরু
শত পত্রে যেন শত মুখে
আলোর অমৃতটুকু নীরবে করিছে পান
অবিরাম তিরপিত সুখে।
অবসন্ন দেহ মোর অনন্ত আলোর তলে
আজিকে মাগিছে অবসান,

প্রতি রোম-রন্ধ্র দিয়ে আলোক প্রবেশি' যাক
শিরে শিরে জুড়ায়ে পরাণ।
নহে মূক অর্থহীন সুমৌন আকাশখানি
কানে কানে কত আজি কয়,
অনন্তের হৃদয়ের আলোর অমৃত সাথে
প্রাণে প্রাণে আজি পরিচয়।
আজি যেন বিশ্ব-ক্রোড়ে নগ্ন ক্ষুদ্র শিশু সম
শুয়ে আছি অনন্ত নির্ভয়ে,
চাঁদের সুমৌন হাসি—বিশ্ব-জননীর আঁখি
জাগে যেন আমারি শিয়রে।
আকাশের পরপারে কোন্ গুপ্ত অন্ধকারে
বিশ্বগর্ভে ছিনু এতকাল,
আজি যেন পেনু প্রাণ আনন্দ-অমৃত-ময়
পরিপূর্ণ এ বিশ্বে বিশাল।
জননীর শান্ত ক্রোড়ে শুধু স্তন্য খেতে চাই
শুধু চাই নীরবে ঘুমাতে,
যখনি মেলিব আঁখি বিশ্বমাতা রবে চেয়ে
ব্যাকুল স্নেহের ধারা-পাতে।
আজি আমি বিশ্ব হতে নহি দূরে কোন মতে
তারি আজ দুলাল সন্তান,
আজি তাই স্তব্ধ রাতে আলোর অমৃত সাথে
বিশ্ব-ক্রোড়ে জুড়াল পরাণ।

কলিকাতা

২৮শে চৈত্র ১৩২৫

জীবন-রূপ

কোন্ সে আদিম প্রাতে
ভেসে এনু প্রাণ সাথে
ফুটে টুটে বিচিত্র বিকাশে ?

কোন্ গুপ্ত সিন্ধু হতে
এ পরাণ মত্ত স্রোতে
ছুটে এল জীবন্ত উল্লাসে ?

কত জন্ম কত দিন
কত যুগ অন্তহীন
ব্যেপে এল এ মোর জীবন,

কত কান্না কত হাসি
কত রূপ পরকাশি'
বেয়ে এল কত না যৌবন !

এ জীবন মহীয়ান
বয়ে আসে অফুরাণ
দিনে দিনে শুধু আগুয়ান,

দেহে দেহে শত রূপে
অবিরাম চুপে চুপে
আপনারে করিছে মহান্ !

আরো আরো কত দিন
এমনি এ সীমাহীন
ভেসে যাব আঁকড়ি' ভুবন ?—

আমি বলে' কারে পাই
সে আমি আমাতে নাই,—
সে যে এই অশেষ জীবন।
হে অনন্ত সৌম্য আমি,
হে জীবন দেহ-স্বামি,
হে বিরাট উদাত্ত পথিক,
অবিরাম চলে' যাও
আমারে ফূরতি দাও,
মৃত্যু জিনি' চলেছ নির্ভীক!
এ কি রূপ অপরূপ
এ কি শকতির কূপ
এ কি আমি বিচিত্র জীবনে!
জরাহীন মৃত্যুহীন
সর্ব্বকালে হয়ে লীন
ভেসে চলি অনন্ত ভুবনে!

কলিকাতা ১৭ই বৈশাখ ১৩২৬

মৃত্যু-মঙ্গল

এ কি লীলা আলোড়ন, হে ভীম সম্রাট,
হে মৃত্যু, হে বিভীষণ প্রচণ্ড বিরাট!

হে অদম্য শক্তিমান, অনন্ত বিজয়ে
নিশিদিন বিশ্ব হতে উন্মত্ত প্রলয়ে
টানিয়া গ্রাসিয়া লও বিক্ষুব্ধ পরাণ
ভীত শত লক্ষ লক্ষ মৌন অফুরাণ।
কলকণ্ঠ-মুখরিত ক্ষিপ্ত বিশ্ব-পারে
হোথা দূরে অনন্তের উন্মুক্ত দুয়ারে
হে বিপুল মূর্ত্তিমান, মেলিয়া বয়ান
বুভুক্ষু দানব সম শোণিত-নয়ান
দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি ; ক্ষুদ্র ধরাখানি
সাথে লয়ে শত পুত্র ক্ষুদ্র শত প্রাণী
নিশিদিন স্নেহে প্রেমে জীবন-লীলায়
সুখে দুখে ভয়ে ভয়ে ধীরি ধীরি যায়
তোমার আঁখির নিম্নে ; তুমি মহাকাল—
জঠরে অনন্ত ক্ষুধা—বয়ানে করাল
পূরিছ বিহ্বল প্রাণ। ক্ষুদ্র তৃণ যত
জীর্ণ শুষ্ক পত্রগুলি, ফুল্ল ফুল শত,
কমনীয় বরণীয় কত না মানব,
দুর্দ্দান্ত চপল প্রাণ, যত কিছু সব—
অণু হতে পরমাণু ছুটে অবিরাম
তোমার অনন্ত গর্ভে লভিতে বিরাম
সুপ্ত গুপ্ত অন্ধকারে ;—এমনি দুর্জ্জয়
ধরার আনন্দ 'পরে মাতাও প্রলয়।

মহা ব্যোম মহা শূন্যে দাঁড়ায়ে মহান
ডাক তুমি—"আয় ভগ্ন অশান্ত পরাণ,
আয় দীর্ণ জীর্ণ ম্লান, এ গর্ভে আমার
শুধু শান্তি শুধু ঋদ্ধি জীবন-পাথার।
লভে যা অনন্ত শক্তি, জন্ম-জন্মান্তরে
ছুটিবার আসিবার জগতের দ্বারে
অনন্ত উদ্যম। জরা-জীর্ণ দৈন্য-দীন
পিয়ে যা অমৃত হেথা, শুধু নিশিদিন
করে' যা শকতি পান।"

এমনি উদার

জগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে উঠিছে হুঙ্কার
হে মৃত্যু, হে মহনীয়, তব ভেরী হতে।—
ছুটিছে অসংখ্য প্রাণ অবারিত স্রোতে
তোমার বিশাল গর্ভে; সবারে গ্রাসিয়া
সবার দীনতা দুঃখ আপনি নাশিয়া
সবারে জনম দাও নবীন বিকাশে
নবীন আনন্দ মাঝে বিচিত্র প্রকাশে।
তুমি মৃত্যু তুমি নাশ তুমি যে জীবন,
তুমি কর মানবের দৈন্য আহরণ—
ফিরে দিতে প্রফুল্ল পরাণ। ক্লিষ্ট জীব,
ভগ্ন প্রাণ, ন্যুব্জ দেহ বিশীর্ণ নির্জীব

তোমাতে লভিছে লয়, জাগিছে আবার
দীপ্ত তেজে যাত্রা-পথে উদ্যোগী অপার।
সংহারের নৃত্য মাঝে রেখেছ মহান,
সৃষ্টির চঞ্চল হর্ষ আনন্দ কল্যাণ।

কলিকাতা ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

মেঘের সাগর

নীল আকাশের বুকটা জুড়ে'
আজকে মেঘের হেলা-ফেলা—
শাদায় কালোয় ধূসর মিশে'
দেদার ভাসে, দেদার খেলা!
ধোঁয়ার 'পরে ছুটছে ধোঁয়া
মেঘের 'পরে মেঘের ছোটা—
ফাঁকে ফাঁকে নীলের বুকে
রবির হাসি উজল-ফোটা।
ঢেউর 'পরে দুল্‌ছে রে ঢেউ
মেঘের সাগর উথ্‌লে ওঠে,
বিরাট কিসের নিবিড় স্বপন
সুপ্ত নীলের চিত্তে ফোটে!
নাইক রে ঠাঁই মেঘে মেঘে
কি এল রে আজকে ভেসে,—

জমাট-বাঁধা অশ্রু এ কার
থম্‌কে দাঁড়ায় অসীম দেশে !
নিবিড় শুধু বিপুল এ এক
ভুবন-ঘেরা স্নেহের মায়া,
কোন্ জননীর আঁচল এটি ?—
বিশ্ব-মাতার বুকের ছায়া ?
আজকে নিবিড় মেঘ-সাগরে
ঝাঁপিয়ে যাব সাঁতার দিয়ে
এ পার ওপার কর্‌ব ভেসে'
ডুবে হেসে জুড়িয়ে হিয়ে।
মেঘ-সাগরের বিপুল মাতন,
তুফান অসীম, গুম্‌রে কোলা,
দোল দিয়ে যায় দেদার বুকে
ঘর ছেড়ে যায় পরাণ ভোলা।

কলিকাতা — ৩২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

উদ্দাম জীবন

সুপ্ত নিবিড় গভীর রাতে জ্বল্‌ছে শত তারা
ঘুমের কোলে লুটিয়ে ধরা নত ;
আমার বুকের উতল ধ্বনি আস্‌ছে মৃদু কানে
আপনারে আজ বুঝ্‌ছি অবিরত।—

এই ত জীবন আমার জীবন এই ত মৃদু নাচা—
অবাধ স্রোতে চপল আগুয়ান,
বিপুল জটিল বিশ্বখানার সকল বাধা টুটে
চল্‌ছি শুধু চল্‌ছি অফুরাণ।
সুপ্তি টুটে শব্দ টুটে অনিল টুটে যাই—
কোন্ পারে রে কোন্ সে চেনা দেশ ?
সময়-পাখীর পাখার পরে চল্‌ছি ভেসে ভেসে
লাগ্‌ব কোথা, কোথারে মোর শেষ ?
নিবিড় যত রাত্রি জাগে ডাক্‌ছে যত ঝিঁঝি—
ততই যে রে পরাণটারে বুঝি
বুকের মাঝে উথ্‌লে নদী, বাইরে কিসের বান
কুল্‌কুলিয়ে ছুট্‌ছে সোজাসুজি।
কে মোর সাথে তাল দিয়ে যায় এম্‌নি কে রে ছোটে,
বিশ্ব সে কি এম্‌নি নিতি ধায় ?
তারায় তারায় মুচ্‌কি হেসে বল্‌ছে যেন চুপে—
যায় রে বয়ে যায় রে সবে যায়।
ছুট্‌ছি আমি ছুট্‌ছে অণু ছুট্‌ছে তারা-দল,
পাতায় ঘাসে ছুট্‌ছে রে এক প্রাণ,
নিথর বটে নিবিড় নিশা, ঘুমোয় নারে কেউ
বিশ্ব ব্যেপে জীবন-অভিযান !
বিশ্ব হতে সুদূর ক'রে' আপনাকে আজ আনি'
দেখ্‌ছি আমি সবার সাথে বাঁধা,

যেই হাসিতে ফুলটি ফুটে যেই কাঁদনে ঝরে
সেই সে হাসি, সেই ত আমার কাঁদা।
জীবন আমার পাগ্‌লা জীবন, পথিক পলাতক,
আমার মাঝে বাঁধ্‌লে কবে বাসা ?
সবার সাথে তোমায় আমায় চল্‌ব কত দিন
কত দিন এ থাক্‌বে ভালবাসা ?
ঐ যে অটুট ডাক্‌ছে ঝিঁঝি এলিয়ে পড়ে আঁধা
তারায় তারায় কি যেন রে বলে,
জীবন আমার বুকের মাঝে তুল্‌ছে আলোড়ন,
শিরায় শিরায় চরণ ফেলি চলে !
নিবিড় রাতে নিথর বাতে মৃত্যু যেন জাগে,
বাজ্‌ছে কানে কিসের আনাগোনা,
জগত ব্যেপে জীবন চলে আঁধার-স্রোতে ভেসে
আমার সাথে হচ্ছে জানাশোনা।

কলিকাতা ১৩ই শ্রাবণ ১৩২৬

যুগল

জীবনের যাত্রা-পথে যুগল নবীন
চপল আনন্দে দোঁহে উতল বিলীন
ধীরে ধীরে পাশাপাশি জগৎ-প্রাঙ্গণে
চরণ ফেলিয়া নামে উন্মুখ গমনে।

হর্ষে আশে প্রেমে সুখে স্বরগ রচিয়া
দোঁহার আনন্দ মাঝে দোঁহারে সঁপিয়া
চলে দোঁহে অনির্দ্দেশ কোন্ সে ভবনে
স্বপ্নের ধূসর মোহে মণ্ডিত নয়নে।

দুটি যুক্ত প্রেম-সিন্ধু-পীযূষ উথলি'
জেগে ওঠে ক্ষুদ্র প্রাণ—পুত্র-কন্যাবলি,
দুটি যুগ্ম তৃপ্ত প্রেম উছলি' আকুলি'
আগ্রহে বেড়িয়া ধরে নব প্রাণগুলি।

দিনে দিনে দোঁহাকার প্রণয়-দেউলে
কলহাস্যে ক্ষুদ্র প্রাণ আসিয়া বিহ্বলে—
দোঁহার রচিত স্বর্গে হর্ষখণ্ড সম
মূর্ত্ত দোঁহাকার তৃপ্তি—শুভ্র অনুপম।

দুটি প্রেম, দুটি শক্তি, দুটি সৃষ্টি, দান
দোঁহার অমৃত-পুষ্ট কত না পরাণ
দোঁহার চরণ-পার্শ্বে স্থাপিয়া দাঁড়ায়—
মানব মানবী—দেব-দেবীর বিভায়!

আত্ম-তৃপ্ত দুটি প্রেম দোঁহায় ভুলিয়া
প্রসারি' দুইটি বক্ষ রাখিছে চাপিয়া
নবাগত অতিথিরে; দুটি হর্ষ ছুটে
আর্ত্তজনে বাঁধিবারে আকুলিয়া উঠে।

দিনে দিনে দিন যায় যুগ্ম দুটি প্রেম
স্নেহ মৈত্রী সাথে ঢালে অবারিত ক্ষেম,
দুঃখে শোকে যত কাটে জীবনের বেলা
দুটির রচিত গেহে বিশ্ব পাতে মেলা।

বিপদ-ব্যাতার ঘায়ে পিষ্ট অনিবার
ক্লিষ্ট দুটি প্রাণ লভে আনন্দ অপার
পুত্র-কন্যা-বক্ষ-মাঝে ; তাহাদেরি সাথে
তাদের আনন্দে সুখে দুঃখ ভুলি মাতে !

জীর্ণ শীর্ণ দুটি প্রাণ ধীরে ভেঙে যায়
কালের সমুদ্র-পাশে সমাপ্ত লীলায় ;
দোঁহাকার যুক্ত প্রাণ সন্তান-হৃদয়ে
রেখে গেল দোঁহাকার অমর প্রণয়ে।

কলিকাতা

৯ই কার্ত্তিক ১৩২৬

বনের জ্যোৎস্না

গাছে গাছে মাথায় মাথায় জড়িয়ে নিবিড় আলিঙ্গনে,
তাদের পরে আধখানা চাঁদ হাস্‌ছে বসে' শুভ্রাসনে !
পাতার পরে হাজার পাতা—নিশান পাশে নিশান দোলে,
ছোট্ট হাজার মুক্ত অসি জ্বল্‌জ্বলিয়ে কে ওই খোলে !

পাতায় পাতায় ঠেসাঠেসি, উঁচু নীচু গাছের মাথা,
নীল-সাগরে শাদা ফেনায় হেথা হোথা ঢেউর মাতা' !
সুদূর হ'তে দেখ্‌ছি চেয়ে গাছের তলায় স্তব্ধ কালো
লুকিয়ে আছে চোরের মত, পাহারা দেয় তীব্র আলো !
জড়িয়ে দেহ আঁধার-বাসে মাথায় জ্বেলে লক্ষ হীরে,
দাঁড়িয়ে আছে গাছগুলো আজ ধরার বুকে সুপ্তি-তীরে।
দীর্ঘ গাছের সুপ্ত বনে তৃপ্ত যেন কিসের আশা,
লক্ষ পাতার কানে কানে চাঁদের আলো কইছে ভাষা !
ভুবন মাঝে নেইক সাড়া, নাইক ধ্বনি, শব্দ মোটে,
এই নিভৃতে সজীব গাছে চাঁদের চুমোয় শিউরে উঠে !

কলিকাতা
১৮ই কার্ত্তিক ১৩২৬

দুঃখ ও কাব্য

দুঃখে যখন বাজিয়ে তোলে প্রাণ
তীব্র সুখে গাই যে বসে' গান।
আঘাত ব্যথা অপমানের ভার
কাঁদিয়ে মোরে হাসায় অনিবার।
সেই বেদনার গুপ্ত মধু দিয়ে
কাব্য লিখি, ভরিয়ে তুলি হিয়ে।
সুখের সাথে নেই ত কভু দেখা,
দুখের সুখে প্রাণের বেগে লেখা

কাব্য লেখা—দুঃখে শুধু আঁকা,
তীব্র হিমে আগুন কাছে রাখা।
আঘাত খালি জিইয়ে তোলে প্রাণ,
দুখের বেগে আনন্দে গাই গান।

কলিকাতা — ২৬শে কার্ত্তিক ১৩২৬

নিরর্থক

আকাশখানার একটি কোণে এতটুকু মেঘ,
বনের মাঝে হারিয়ে-যাওয়া একটু জল-বেগ,
মাঠের বুকে গন্ধবিহীন ক্ষুদ্র তৃণ-ফুল,
বোবা কালা একটি শিশু সবার চোখে শূল,
পথের পাশে বস্ত্র-হারা বিড়ালছানাটি,
কুষ্ঠ-রোগে ক্লিষ্ট-দেহ ভিক্ষুজনাটি,
জগৎ মাঝে কিসের তরে এদের অভিযান,
সৃষ্টি-পিতার কোন্ সে কাজে লাগ্‌ছে ক'টি প্রাণ ?
বিশ্বে বিপুল ব্যর্থ পড়ে' দেখ্‌ছি যারা রয়,
কে বোঝাবে তাদের ভাষা, প্রাণের পরিচয় ?

কলিকাতা — ১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩২৬

নবাগতা

(কন্যার জন্মে)

তোমার আমার প্রেমের মাঝে আজ দাঁড়াল এসে
কোথা হতে একটি নব প্রাণ,
দুই তটিনীর মিলন-মুখে জাগ্‌ল ছোট দ্বীপ
তারেই বেড়ে দোঁহার কলতান !
মোদের প্রেমের সিন্ধু মথে উঠ্‌ল আজি এ কি,
অম্বা এ কি, লক্ষ্মী রূপবতী ?
জীবন-পথে দুই পথিকের একটি আবাস-গেহ ?—
কুড়িয়ে-পাওয়া মাণিক মধু-জ্যোতি ?
পিছিল পথে চল্‌তে এ কি যষ্ঠি এল হাতে
অন্ধকারে অবাধ নিয়ে যাবে ?
দুইটি তৃষার সলিল এ কি ঝরণা এল নেমে
পিয়ে পিয়ে পরাণ উপচাবে ?
এ কি এল দুইটি আশার একটি পরিণতি,
দুইটি হরষ একটি রূপে ফুটে ?
এ যে মোদের প্রাণের দ্বারে দাঁড়াল হাত পেতে
নিল গো সব বুকটা নিল লুটে !
দেখ্‌রে চেয়ে প্রেমিক দুটি তোদের নব প্রেমে
আপন রসে কুসুম বিকাশিছে,
সৃষ্টিরূপী শক্তি এ কোন্ গড়্‌ল নব জীবে
লুকিয়ে দোঁহার নবীনতার পিছে !

অবাক মানি,—প্রাণে প্রাণে কোন্ সে নীতি-বলে
আরেক প্রাণে করল বেগবান,
নবাগতা, তোর আগমন কী রহস্যে ঢাকা !—
বুঝিয়ে দে রে এ তোর অভিযান।

কলিকাতা

২৭শে অগ্রহায়ণ ১৩২৬

এস্থী

(বিশ্ব)

অবাক্ চোখে তোমার মুখে চাহিয়া আছি থির
হে লীলাময় বিশ্ব মহা, প্রবলতম বীর !
সুনীল ভীম শূন্য হতে গরজি' তুলি' তান
ধরার কীট তৃণেরে লয়ে আকুলি' অফুরাণ
ছুটেছ মহা-জীবন-স্রোতে আলোড়ি' যুগ যুগ
লক্ষ প্রাণ বক্ষে তুলি' মথিয়া সুখ দুখ !

(জীবন)

সে লীলা পাশে ভুবন জাগে, জাগিছে কত প্রাণ,
সে প্রাণ মাঝে বিশ্ব নিতি করিছে গতি দান ;
হরষে সুখে দ্বন্দ্বে দুখে বিপুল আলোড়ন,
ধরার জীবে জীবন একি চপল বিভীষণ !
আবর্ত্ত ভাঙা অন্ধ মাঝে বিকাশি' শত রূপ
জীবন জাগে প্রণয়ে স্নেহে গরিমাময় ভূপ !

(মানুষ)

বিশ্ব মাঝে ভুবন-বুকে জীবন-পারাবার
তাহারি পরে মানব দোলে ঢেউর সম তার!
ভাঙিয়া পড়ে উঠিয়া চলে পাগল আগুয়ান,
কিরণে ক্ষণে বিভাস' উঠি' মরণে অবসান!
বিশ্ব-নীতি ভুবনে জুড়ে' জীবনে ছুটে যায়,
জীবন নিতি মানুষে লয়ে খেলছে মহিমায়।

কলিকাতা ২৬শে পৌষ ১৩২৬

যোদ্ধা

একলা আমি দৃপ্ত তেজে কর্‌ব সারা জগৎ জয়,
দৈন্য আমার দীপ্ত আসি নাশ্‌বে বিলাস-কলুষ-চয়,
চল্‌ব বেগে উচ্চ-শিরে
ঝড়-আঘাতে কর্‌বে কি রে?
মান অপমান দীর্ণ করে' ক্ষুদ্রে করে' পরাজয়
একলা আমি দৃপ্ত তেজে কর্‌ব সারা জগৎ জয়।

জীর্ণ বসন শ্রেষ্ঠ ভূষণ সেই যে গায়ে বর্ম্ম রয়,
বাইরে শত রিক্ততাতে গড়্‌ছে হৃদয় সে দুর্জ্জয়,
শঙ্কা পাপে ভয় করিনে
দুঃখ-ঘায়ে আর টালনে,
অন্তর সে যোদ্ধা সম কর্‌তে ছুটে দিগ্বিজয়;
জীর্ণ বসন শ্রেষ্ঠ ভূষণ সেই যে গায়ে বর্ম্ম রয়।

গিরির গায়ে আছ্‌ড়ে পড়ে মত্ত ঢেউর আস্ফালন,
চূর্ণ হয়ে আপনি ফেরে,—দাঁড়ায় গিরি দুর্দ্দমন,
আমার বুকে তেম্‌নি এসে
পড়্‌ছে দুখ,—ঠেল্‌ছি হেসে,
বক্ষ এ যে পাষাণ হতে শক্ত বিষম বিভীষণ,
আমার গায়ে আছ্‌ড়ে ভাঙে দুঃখ-ঢেউর আস্ফালন

টিট্‌কারি ও বক্র-আঁখি শাসিয়ে নত করব আজ,
বৈশাখের জলদ সম ছুঁড়্‌ব জোরে তীব্র বাজ,—
চম্‌কে যাবে কুটিল যত,
দল্‌ব পায়ে গর্ব্ব শত,
রিক্ত-ভূষণ শিবের মতন ক্ষিপ্ত সতেজ নেইক লাজ,
টিট্‌কারি ও বক্র-আঁখি শাসিয়ে নত করব আজ।

দুঃখ আমার দৈন্য আমার দুইটি বাহুর দৃপ্ত বল,
অলস সুখে আছ্‌ড়ে ভাঙি, জাগিয়ে চলি যে দুর্ব্বল
লক্ষ সুখী চল্‌ছে ধীরে—
ভীরু ওরা, মানুষ কি রে?
ভীরুগুলোয় চোখের তেজে করব নত ধরার তল,
দুঃখী আমি শঙ্কা কিসের, দৈন্য আমার বাহুর বল।

মানুষ আমি মানুষ ওরে, অর্থ-কীট ও মানুষ নয়—
এক আঘাতে ভাঙ্‌তে পারে, বক্ষে পোষে লক্ষ ভয় ;
শঙ্কা সরম আমার পায়ে
লুটিয়ে পড়ে তীব্র ঘায়ে,
ব্যাতা সম কাঁপিয়ে ছুটি, অলস কোণে লুকিয়ে রয় ;
দৈন্য নিয়ে দৃপ্ত তেজে কর্‌ব সারা জগৎ জয়।

কলিকাতা ১২ই ও ১৩ই ফাল্গুন ১৩২৬

চিলের ডাক

শান্ত দুপুর, কান্ত নীলে মেঘের ছোটাছুটি,
শাদা রোদের লুকিয়ে-যাওয়া আবার ওঠা ফুটি' ;
একটি দুটি কাকের ধ্বনি আস্‌ছে কোথা হতে,
চিলের কাঁদন উঠ্‌ছে কেঁপে তীব্র সরু স্রোতে,—
দুপুরখানার দগ্ধ বুকে এ কোন্ ব্যথা জাগে
তপ্ত দিশির বেদন যেন সরস প্রীতি মাগে !
মেঘের দোলা রোদকে দোলায় নীল রয়েছে চেয়ে,
চিলের ধ্বনি অবোধ ব্যথায় বুকটা ফেলে ছেয়ে।

কলিকাতা ৬ই চৈত্র ১৩২৬

দেখা

শুধু আঁখির সুধাটুকু
আঁখিতে দিয়ে যাও—
লহি তা আঁখি-থালে ভরিয়া,

গড়ায়ে যাক্ তাহা
অঝোর ধারা-পাতে
পরাণে কূলে কূলে ছাপিয়া।
তৃষিত চারি আঁখি
নিমেষে মিশামিশি,—
বাড়ায়ে শত বাহু ছুটিয়া
তোমার প্রাণখানি
আমার প্রাণে ধরে
আঁখির বিভা সাথে টুটিয়া।
গোপনে ক্ষণে দেখা,—
আঁখিতে ঢেলে ভাষা
কি বল ছলছলি' বুঝি না,
কেবল চাওয়াচাওয়ি
বাড়ায়ে ছুটি প্রেম—
বৃথাই, তবু তারে ছাড়ি না।

কলিকাতা — ৯ই চৈত্র ১৩২৬

দুঃখীবীর

দুঃখী বলে' দুঃখ কিসের
লড়্তে কভু নেইক ভয়,
দল্তে মোরে কেউ না পারে
অপমান বা পরাজয়।

ছিন্ন বসন, নেইক ভূষণ,
বয়ে বেড়াও শূন্যতা,
অন্তরেতে শক্তি স্বাধীন
আত্মবলের পূর্ণতা।
ধাক্কা খেনু—ভাঙিনি ত,
ভেঙেছি যে লক্ষ দুখ,
তাই ত আজি দাঁড়িয়ে আছি
জয়ের সুখে পূর্ণ-বুক !
দুঃখ কিসের ? নুইয়ে মাথা
চল্‌ব কেন, কোন্ ভারে ?—
সব ভারে ত বহন করে'
ফাঁসিয়ে দিছি শঙ্কারে।
ডঙ্কা বাজাই শঙ্কা পালায়,
অলস সুখে নাই বরি,
চল্‌ছি বেগে সর্ব্বজয়ী
তীব্র তেজে বুক ভরি'।
নেইক কিছু,—নই কি মানুষ ?
লজ্জা কিসের কার কাছে ?
দেখিয়ে দে না বুকটা খুলে'
উজল রূপে কি রাজে !
চল্ রে তেজে, দুঃখী বলে'
নেইক দুখ,—কে সুখী ?

আপন পায়ে দাঁড়িয়ে যে তুই
সব জিনিলি,—তুই দুখী ?
অর্থ নিয়ে আরাম নিয়ে
যে সুখ পাওয়া—সুখ সেকি,
রিক্ত হয়ে প্রবল জাগা
আনন্দ সে, দুখ সে কি ?
দুঃখ শুধু বাইরে আঘাত
বিভবে সে বুক ভরে,
বাইরে যাহা রিক্ত ফাঁকা
শক্তি সে যে অন্তরে !
জাগ্‌ব দুখে অভয় সুখে
লজ্জা সরম সব দলে';—
আমি যে বীর আপদ জিনে
ভাঙ্‌ব পাহাড় প্রাণ-বলে।

কলিকাতা ১১ই বৈশাখ ১৩২৭

গ্রামের পথ

গ্রামের মাঝে পথখানি সে বট-অশথে ঢাকা,
খানিক তারি লুকিয়ে আছে খানিকটা তার ফাঁকা।
সে যেন ঠিক গ্রামের বধূ খানিক চেয়ে আড়ে
লুকিয়ে পড়ে ঘোম্‌টা টেনে আম-বনেরি ধারে।

আঁকাবাঁকা নদীর সাথে যায় সে এঁকে বেঁকে
কত কুঁড়ের ছাঁচ্‌তলা দে' বাট পিছনে রেখে।
হাটে বাটে সব দেখে সে আবার কোথা চলে
লক্ষ গাঁয়ে পরশ দিয়ে কম্‌নে কিসের ছলে।
এ যেন রে খুঁজ্‌তে বাছুর গয়লাদের এক মেয়ে
বনের আশে পাশে ঘোরে ব্যাকুল চোখে ধেয়ে ;
বামুনদের এক তত্ত্ব নিয়ে নাপ্তে মাসী ক্ষীরি
কুটুম-বাড়ী চল্‌ছে যেন অলস ধীরি ধীরি।
এম্‌নি গ্রামের পথখানি সে স্বপ্নে যেন ভরা
ছায়ার স্নেহে নদীর গানে মোহন শ্রম-হরা।
টুন্‌টুনি ও বুল্‌বুলিরা লক্ষ কথা পাড়ে,
মৌমাছি গায় বেংচি-বনে কামিনী-ফুল-ঝাড়ে।
সে পথ দিয়ে চল্‌ব আমি কাজ রবে না কিছু,
কোথায় যাব নেই ঠিকানা, ডাক্‌বে না কেউ পিছু
গ্রামে গ্রামে পরশ দিয়ে চল্‌ব নব গাঁয়ে
বাব্‌লা-বনের গন্ধ শুঁকে হাটকে রেখে বাঁয়ে ;
যেইখানেতে নদীর সাথে পথের চেনাশোনা
সেথায় অশথ-তলায় শুয়ে স্বপ্ন কত বোনা।
পাশে রেখে কলুবাড়ী, কেয়াবনের রাশি
পেরিয়ে অলস চল্‌ব মৃদু শীতল বায়ে ভাসি'।
কাকে দোব কিসের খবর তা রবে না মনে,
মনে হবে—চেনা ছিল কুটীরগুলোর সনে।

এ পথ দিয়ে চল্‌ব অশেষ অচিন্ গাঁয়ে কোথা,
চম্‌কে চা'ব অচিন্ ঘাটে, বধূরা স্নানরতা !—
দেখিয়ে হাসি ঢাক্‌বে মুখে গাম্‌ছা আড়াল দিয়ে,
নিশাস ফেলে চল্‌ব পুন নূতন প্রীতি পিয়ে।
দেখ্‌ব কোথা দুষ্টু ছেলে কোমর বেঁধে ছুটে'
পাততাড়ি ও মাদুর নিয়ে পাঠশালাতে জুটে।
কলসী ভাঙা জীর্ণ মাদুর নিয়ে শ্মশান যেথা
চোখ মেলিয়ে অবাক্ যেন পথটি রহে সেথা।
শতেক গ্রামের প্রয়োজনের এইটি গতিবিধি
হরিবোল ও পথিক-গীতি শুন্‌ছে এ যে নিতি !
বনের ছায়ে ঘুমোয় কোথা রোদের মাঝে জাগে,
ঝিল্লি ভেক ও শতেক সাপে বক্ষ ইহার মাগে।
পথটি যেন পল্লী-মায়ের সুদীর্ঘ এক স্নেহ—
বাড়িয়ে বাহু বাঁধ্‌ছে সবায়, চিনায় সবে গেহ।

কলিকাতা ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭

কবি

ধরার মাঝে থাকে কবি বুক্‌টা তবু ফাঁক,
কোন্ অজানায় মরম তারি কর্‌ছে হাঁকা-ডাকা ;
সে যেন এক ধূমের শিখা দাঁড়িয়ে ধরা 'পরে
উধাও ছোটে বাঁধ্‌তে বাসা শূন্যটারি ঘরে।

ঘনিয়ে তুলে' মরম মাঝে ধরার সুখে দুখে
অজ্ঞাত কোন প্রীতির আশে শূন্য রাখে বুকে।
হাসির 'পরে ভেসে বেড়ায় ফুলের রেণু মত,
শৈবাল সে পুকুর-জলে ভাস্‌ছে অবিরত।
থাক্‌তে ধরায় জলের সুধা চাতক সম জাগে
কাতর চোখে শূন্যে চেয়ে কি করুণা মাগে!
দুঃখে হাসে কখন সে সুখের মাঝে কাঁদে,
আনন্দে সে নৃত্য করে বিপদটারি ফাঁদে।
আপন বলে' লক্ষ জনে বক্ষে বেঁধে রাখে,
পিচ্ছিল তার চপল হিয়া পালিয়ে খোঁজে কাকে!
আকাশ-বুকে মেঘ সে যেন—ছোট্ট বন্ধু ছেঁড়া,
পড়্‌ছে না ক বাঁধা সেথায় যেথায় রহে ঘেরা।

কলিকাতা ২৬শে চৈত্র

সহরে

(সকালে)

আকাশ হতে রোদের রেখা বাড়ীর মাথা চুমে,
শীতল ছায়া বিছিয়ে আঁচল লুটিয়ে রহে ভূমে,
পথখানি সে ঝাপ্‌সা ধোঁয়ায় কাহার পানে ধায়,
কোন অজানার গোপন কথা মরম উতলায়!

(দুপুরে)

বায়স হাঁকে, চড়ুই ডাকে, জড়িয়ে রোদে বাড়ী,
কাঁশারিদের ঝম্‌ঝমানি, কড়া নাড়ানাড়ি,
আস্‌ছে পাশের বাড়ী হতে শিশুর কলকথা,
স্তব্ধতারি মধ্যখানে বক্ষে ব্যাকুলতা !

(সন্ধ্যায়)

সাঁঝের আলো বিদায়-কালে করুণ চোখে চায়,
গাছের 'পরে লক্ষ কাকে জায়গা নাহি পায়,
চল্‌ছে গাড়ি ছুটছে ঘোড়া, কাজের নাহি শেষ,
আমার বুকে হাত বুলাল শান্ত সে কোন্ দেশ !

কলকাতা ২০শে আষাঢ় ১৩২৭

শ্রাবণ-জ্যোৎস্না

শ্রাবণ রাতে পাগ্‌লা আকাশ
কখন কাঁদে কখন হাসে,
কখনো তার অঙ্গ ঢাকা
কখন্ আসে ছিন্ন বাসে।
খাম্‌-খেয়ালী মেঘের দলে
দাঁড়ায় কভু কখন্ ছুটে,
ত্রস্ত চাঁদে ফাঁকে ফাঁকে
পিছন হতে উজ্‌লে' উঠে।

চাঁদরাণী আজ অঙ্গ জুড়ে
মেঘের বসন জড়িয়ে রাখে,
উজল তারি দেহের আভা
ধরার বুকে দাঁড়িয়ে থাকে।
ঝর্‌ঝরানি ক্ষণিক জলে
গাছে পাতায় জল রয়েছে,
গুপ্ত চাঁদের ঝাপ্‌সা আলো
তাহার 'পরে চিক্ দিয়েছে,
খড়ের চালে জলের লেপন
তার উপরে আলোর ধোঁয়া,—
সিক্ত ধরার মুখখানিতে
ধূসর চুমা রইল ছোঁয়া।
ঐ সুদূরে মাঠের পানে
মেঘ কেটেছে একেবারে,—
মুক্ত আলো স্রোতের মত
গড়িয়ে পড়ে দীপ্ত ধারে।
এখানে বা একটু ফাঁকা
একটু হাসি, আবার ঢাকা,
মস্ত কালো মেঘ এল ঐ
বিকট যেন দৈত্য আঁকা!
কোথাও আলো দাঁড়িয়ে যেন
ভোরের বেলা কুয়াশ শাদা,

পাৎলা মেঘে কোথাও পুন
ফুট্‌তে তারি অল্প বাধা।
বিপুল মেঘের আশে-পাশে
আঁকা-বাঁকা চাঁদের রেখা,
কোন্ কুশলী আঁক্‌ছে বসে
কালোর গায়ে শাদার লেখা।

কলিকাতা ১৬ই শ্রাবণ ১৩২৭

বিরাট-বোধ

স্তব্ধ গভীর রাত্রিবেলা দাঁড়িয়ে যখন একা
চৌদিকেরি আকাশখানা হেরি—
বুকখানা মোর চম্‌কে ওঠে!—কেবল চেয়ে দেখা
বিপুল নভে তারারা রয় ঘেরি;
নেইক হাওয়া, নেইক ধ্বনি, কেউ চলে না ধেয়ে,
পাষাণ সম আঁধার রহে চাপি,—
বিশাল বিরাট মৃত্যু যেন তারার চোখে চেয়ে,
শিউরে আমি থরথরিয়ে কাঁপি!

কে আমি কে?—এই সীমাহীন বিপুল নভতলে
দাঁড়িয়ে আছি একটি ছোট প্রাণী?—
আকাশ জুড়ে' বিশ্ব জুড়ে' যে মহাপ্রাণ চলে
তার পাশে এ আমিই কতখানি!—

একটু নিশাস, একটু ভাষা, একটু চলাচলি,
একটুখানি মিটমিটিয়ে চাওয়া,
তারপরেতে চূর্ণ হয়ে শূন্যে মিশাই চলি,
এমন আমার স্পর্দ্ধা, বেগে ধাওয়া !

চক্ষু মুদে বুঝছি যখন নিবিড় গভীরতা
বুকের গতি আসছে মম থেমে,
এই আমি কি হাসি খেলি, হর্ষে কহি কথা ?—
তলিয়ে যে যাই যাচ্ছি কোথা নেমে !
দানব অসীম, রুদ্র অসীম প্রবল বেগে ঘিরে,—
আপনাকে আজ হারাই পারাবারে,
কোন্ সাহসে বড়াই করি, বেড়াই উঁচু শিরে,
এই ত আমি তুচ্ছ একেবারে !

নই কিছু নই বিশ্বে অসীম, ধার-করা এ প্রাণ
একটু পেয়ে চলছি নেচে হেসে,
আজ নির্জনে শক্তিশালী বিশ্ব-প্রাণের বান
গর্জ্জে আসে, স্পর্দ্ধা গেল ভেসে !
চৌদিকে মোর সাগর সম প্রাণের অভিযান
ঘিরে' ঘিরে' আঁকড়ে যেন ধরে—
ভাসিয়ে নিল, ভাঙল বুঝি, দিচ্ছে ঘন টান,
কাঁপছে হৃদি, অঙ্গ থরথরে !

কলিকাতা

২রা ভাদ্র ১৩২৭

গরীবের দাবী

দীন সে কেন ধনীর দ্বারে
বল্‌বে কেঁদে—দাও ?
কোন্ সাহসে বল্‌বে ধনী—
'বেরোও, ভাগো, যাও !'
এব ধরাতে জন্মেছে সে,
যেম্নি আলো, হাওয়া,
অন্ন এবং অর্থও যে
তেম্নি তারি পাওয়া।
ফাঁকি দিয়ে লক্ষ জনে
ধনী জমায় ধন,
দুঃখী কণা চাইতে এলে
করে প্রবঞ্চন !
পরের মুখের অন্ন কেড়ে
ধনীর জারিজুরি,
পরের ঘরে সিঁদ কেটে সে
কর্‌ছে বাহাদুরি !

ভিক্ষুক যে নয়ত হেয়,
সেও ত খাঁটি প্রাণ ;
ঘৃণায় তারে গর্ব্বী ধনী
কর্‌বে অপমান ?

ধনী, তোর ঐ অর্থ 'পরে
দুখীর আছে জোর,
লুটিস্ কেবল জমিয়ে রাখিস্,
কিসের দাবী তোর ?
দয়া কিসের, দান বা কিসের ?-
পাওনা দিবি যে !—
দুঃখী এল তোর দ্বারেতে,
ভাগ্য মেনে নে !
সে এল না চাইতে কিছু
এল সে তার নিতে ;
তাড়িয়ে দিবি কোন্ সাহসে
হবেই তোরে দিতে !

ধনী রে, তুই বড় কিসের ?
ছোট বলিস্ কারে ?
দীনের পরাণ নয় মহীয়ান্ ?—
জিন্তে তোরে পারে।
ভিখারী সে দেব্তা এল—
আস্ছে দ্বারে যেবা,
অন্যায়ে তোর জমানো ধন
কর্ ন্যায়েতে সেবা !
প্রবল ধনী, লুটলি প্রচুর,
কর্লি প্রবঞ্চনা ;

চুরির সুখে লজ্জা নাহি?-
দেখাস্ বীরপণা!

মার্ ধনীকে, চুরির মালে
লুট্ করে দে ফেলে,
লক্ষ পেটের অন্ন যাহা
লক্ষে দে তা ঢেলে'।
নেইক ধনী, সবাই সমান,
ধনীরে কর দান,
বিলিয়ে দিয়ে অর্থ তারি
চুকিয়ে দে সব ঋণ।
দুঃখী যেবা হীন কেন সে?—
দাঁড়াবে সে বলী,
যেথায় রবে গর্ব্বী ধনী
যাবে রে তায় দলি'।

কলিকাতা ১১ই ভাদ্র ১৩২৭

দেশের ডাক

আজ্‌কে আমার ক্ষুদ্র প্রাণে কে দিয়েছে ডাক,
কোন পূজারই অনুষ্ঠানে বাজিয়ে ঘন শাঁখ!
ওরে বেদন-আহ্বানে
দুখের ঘায়ে ব্যথার বানে পরাণ যে টানে!

যাই রে ছুটে যাই,—
ক্লিষ্ট শত পরাণ বলে—চাই রে তোরে চাই।

লক্ষ জনের কষ্ট-ব্যথা আজ ভরেছে বুক,
আমার বিপুল দেশের জনের বিপুল মহা দুখ ;
ওরে কাঁদ্‌ছে ভিখারী,
কাঁদ্‌ছে গরীব সহায়হীনে বক্ষ বিদারি' ;
পিষ্ট কাঁদে ওই,—
কে যাবে রে তুল্‌তে বুকে, বীর কোথা রে কই ?

ভবনহীনার কাতর আঁখি, ক্ষুব্ধ জনার শ্বাস,
মলিন মুখের মৌন ব্যথা নিভিয়েছে রে হাস,
ওরে কাঁদিয়ে দিয়েছে,
বুকের শিরা-উপশিরায় আগুন জ্বেলেছে !
আর পারি না আর,—
আমায় ডাকে লক্ষ বেদন, নীরব থাকা ভার !

কোথায় আজি হাসির মধু, প্রীতির মাধুরী ?—
নয়ন-আসার বেদন-পাবক উঠ্‌ছে বিছুরি' ;
ওরে হর্ষ কোথা রে,
লক্ষ মলিন মুখের 'পরে পিশাচ আঁকা রে !
কাঁদন ও হুতাশ—
দেশের দিশি ম্লান করেছে, ক্ষুব্ধ রে আকাশ !

যেমন ব্যথা দুঃখ শোকে আজ ঘিরেছে দেশ,
তারা সবাই আমায় ঘিরে' বিরাট রচে ক্লেশ ;
ওরে দিচ্ছে ঘন ডাক,
দুখের নিবিড় ব্যথায় বুকে বাজায় যেন শাঁখ ;
যাই রে ছুটে যাই
দুখের পূজায় পীড়ার সেবায় পরাণ-বলি চাই

কলিকাতা ১৪ই কার্ত্তিক ১৩২৭

শ্রাবণ-বরণ

চড়বড়ি'
ঝরঝরি'
বারিধারা ছুটে আয়,
ছুটে আয়
ধীর বায়
হৃদয়ের কিন্নরায়,
মাঠে মাঠে
ঘাটে বাটে
গাছে গাছে অঙ্কুরাণ
পাতে পাতে
ছাতে মাথে
আরো কাছে জুড়ে প্রাণ

গমগম
ঝমঝম
　　মুখরিয়া ধরাখান ;
অমা নিশা
হারা দিশা,
　　শুধু তুই গা রে গান।
জানালায়
আঁখি চায়—
　সাথে তোর বিদ্যুৎ,—
ভিজা পাতা
নাড়ে মাথা
　　চিক্ চিক্ অদ্ভুত।
শ্রাবণের
প্লাবনের
　　মাতামাতি আয় আজ,
বনে বনে
আলাপনে
　　ঘোর ঘটা করে' বাজ্।
শত ভেকে
হেঁকে হেঁকে
　　তোর তালে দেয় সুর,

কল-গীতি
সুখ-প্রীতি
ধরণীর ভরপুর।
ঘরে রই,
ধারা বই
ধরা মাঝে কিছু নাই,
ঘিরে ঘিরে
ধরণীরে
বলে—নাও, আর চাই?
চাই চাই
ডুবে যাই
কলরবে বরষার,
অনুরাগী
আমি জাগি—
কোথা কেহ নাহি আর।
বরষার
অভিসার
নেশা আনে ঢোলে মন;—
দুটি সুখ
ভরে বুক
নিশামিশি অনুখন।

চড়বড়ি'
ঝরঝরি'
বারিধারা ছুটে আয়,
ছুটে আয়
নেচে আয়
হৃদয়ের কিনারায়।

কলিকাতা ৯ই আষাঢ় ১৩২৮

পাগল বাদল

ঝলকে ঝলকে ছুটে আয়
তাপিত-হৃদয়-আঙিনায়
উছল উতল বরিষায়।

শাঙন গহন কালো মেঘ—
আকাশে নিবিড় উদবেগ,
পাগল চপল জল-বেগ।

থমকি' ঠমকি' মেঘ যায়,
আকুলি' বিজুলি ঠারে চায়,
অঝোর বিভোর বারি ধায়।

কাননে বাগানে ঘন রব,
শ্রবণ-মোহন উৎসব—
পাগল-বাদল-কলরব।

ঝরিয়া ঝরিয়া অবসান
সজল চপল মেঘখান,—
পথের দুধারে জলতান।

ছিঁড়েছে মেঘের জোড়া বুক—
ঢাকেতে নীলের হাসিমুখ,
কোথা রে আজিকে কোথা দুখ?

গ্রামের আধেকে রোদ ভায়,
আধেকে আঁধার-মাখা ছায়,—
ধরণী রূপসী দিশি চায়।

লুকানো গোপন যেন রূপ
ফাটিয়া পড়িছে অপরূপ,—
ধরায় বিরাজে যেন ভূপ।

পথের উপরে যত জল
রূপার আলোকে জ্বলজ্বল,
সিকত পাতা সে ঝলমল।

দেয়ালে পুকুরে পড়ে রোদ
আঁকড়ি' চুমিয়া লহে শোধ,
তরল তপত সুখ-বোধ।

রোদ্রের তুলনা আজি নাই—
কাঁদন-সিক্ত হাসি পাই
গলিত রূপায় অবগাই।

আবার আসিল মেঘ ওই
চাঁদোয়া খাটাল, রবি কই?
বাদল-সলিল থইথই।

আঁধার-জড়িমা-ঘেরা দেশ
ঘুমের কুহক ভরা বেশ,
বাদল-খেয়াল নাহি শেষ।

কলিকাতা ২০শে আষাঢ় ১৩২৮

সন্ধ্যায়

সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসে, জাহাজ থেকে বাঁশি
সুদূর হতে আঁধার নভে উঠ্‌ছে ভাসি' ভাসি',
বাজ্‌ছে এসে কানের 'পরে যেন ঋষির বাণী
অতীত কালের উদাত্ত-রস, কোথায় নাহি জানি
গগন-কোণে মেঘের গুরু গুমরে' যেন ফুটে।
ক্ষান্ত কথা, দু'চার গৃহে শঙ্খ বাজে মৌনতারে টুটে!
জান্‌লা দিয়ে আকাশ দেখি—সৌম্য বিপুলতা,
তার ওপরে আঁধার ঢাকে চাদর, হিয়া নতা!

আবার বাজে বাঁশি, মনটা উদাস চল্‌ল ধীরে
আঁধার-মাখা আকাশ বেয়ে সেই সে নদীতীরে
তাল তমাল ও আম্র যেথা জড়িয়ে শিরে আঁধা
দাঁড়িয়ে আছে মৌন নিবিড় অবোধ্য এক ধাঁধা—
ধ্যাননিরত সাধুর মত ; পাতার ফাঁকে ফাঁকে
ডালের ফাঁকে আঁধার যেথা জড়িয়ে পাকে পাকে
উঠ্‌ছে কেঁপে যেম্‌নি বাজে বাঁশির গুরু ভাষা !
ঐ বাঁশিরই গভীর সুরে প্রাণটা নিয়ে ভাসা !
আজ মনে হয়—চলি উধাও চলি রে বুক মেলে
জড়িয়ে গাছে পাতায় বাড়ী আকাশ পানে ঠেলে
আঁধার ভেদি' উঠি রে আজ, বাঁশির সুর সাথে
আকাশটারে আঁক্‌ড়ে আপন বক্ষ-সীমানাতে
ছড়িয়ে যাব, মিশিয়ে যাব আঁধারে ক্ষীণ হয়ে ;
কাঁপন তবু থাম্‌বে না ক, ঢেউ সে রয়ে রয়ে
উঠ্‌বে দুলে ; বুকের রণন আকাশ-সীমা ব্যেপে'
আজ্‌কে রাতের গতির সাথে উঠ্‌বে কেঁপে কেঁপে
জাগ্‌বে অটুট। আকাশ-বুকে আজ এ মেশামিশি
এই যে সাঁঝের বিপুলতায় ছড়াই দিশি দিশি—
কোন্ জনমের কোন্ বাঁধনের প্রীতির ডাকাডাকি
আজকে এটা ? এই যে পরাণ হর্ষে থাকি' থাকি'
মিশ্‌তে ছোটে, নেশায় মাতে,—এ যেন আজ চাই
কোন্ এক পরিচিত আবাস, আত্মীয় প্রাণ পাই

কোন্ অতীতের। নিখিলটাকে জড়িয়ে নিয়ে বুকে
পাওয়া ওরে পরম পাওয়া, পাওয়া পরম সুখে।
আজ মনে হয় ভালবাসি, বড়ই ভালবাসি
আকাশ আঁধার নদীটিরে গাছ ও পাতার রাশি,
ধরায়, কুটির শত। আজ নিখিলে নেইক কিছু
যাহা আমার ভালবাসায় আছে পড়ে' পিছু ;—
নিচ্ছি সবায়—তারার আলোয়, নিবিড় বটে, মাঠে
নদীতীরের ক্ষীণ সে দীপের শিখা, সরু বাটে।
আজ ছড়ায়ে আঁধার হয়ে আঁক্ড়ে নিখিলটাকে
দিচ্ছি খালি চুমা, আকুল চুমা। সে আমারে রাখে
বক্ষে তারি চেপে' !—আজি বিশ্ব আমার, আমার ধরা,
যা-কিছু প্রাণ আছে আমার, আমার প্রাণ-হরা।

কোন্ প্রীতিমান আমায় এত বেসেছিল ভালো ?—
তার বদলে নিখিলব্যাপী আলো এবং কালো
সবায় লভি বুকে। বুঝ্ছি যেন আমায় ভালবাসে
এই আঁধার এই আকাশ এমন মৃদুল বায়ুশ্বাসে।
আমি তাদের তারা আমার,—একই প্রাণে মনে,
আজকে তাদের অন্তরে মোর রাখ্‌ব সযতনে।

হায় রে পরাণ, ছেড়ে কবে আকাশ-ঘরের সুখে
অসীম হতে ছিঁড়ে এলি এই সসীম বুকে ?

বাঁশির ডাকে সসীম বাঁধা ভেঙে কারা টুটে'
বিশ্ব আশে চল্‌লি আজি বাহির পানে ছুটে !
আজকে বুঝি নইক আমি নগণ্য এক দীন,
ক্ষুদ্র নহি হেলায়-ফেলা সবার পিছে হীন।—
অসীম-পিতার দুলাল আমি, তনয় তারি প্রিয়,
তাই ত এমন বাঁশির ডাকে অনির্ব্বচনীয়
পরিচয় এ বিশ্ব সাথে, চিরদিনের চেনার সাথে !
হায় রে পরাণ, কোথায় ছিলি আপন বেদনাতে !
বিশ্বব্যাপী আপন ঘরে আজকে চিনে' এলি
অন্তবিহীন বিভব, চিরবাঞ্ছিতেরে পেলি !
আলিঙ্গনে আত্মীয়েরে বাঁধ্‌রে দিয়ে স্নেহ,
বিশ্বে আজি সত্য রে তুই সত্য অসীম গেহ।

কলিকাতা ২০শে শ্রাবণ ১৩২৮

বন্দী বীর

(দ্বীপান্তরিত দেশ-নেতা)

সময়—প্রভাত

ওরে বন্দী করিল কে !
গর্ব্বী আমার মত্ত পরাণে বন্ধন দিল রে !
বন্ধ করেছে লৌহকারায়,—তারি পাশে দৃঢ় ভীম
প্রাচীর-পরিখা ঘেরিয়া দাঁড়ায়,—প্রাণ করে ঝিম্‌ঝিম ;

আকাশ নেহারি শান্ত শীতল নির্ব্বাক দয়াহীন,
প্রভাত-অরুণ-করুণ-ছটায় তেমনি ত দিশি লীন!
ঐ শোনা যায় সিন্ধু গর্জ্জে আছড়ি পড়িছে জল—
লৌহকারায় কম্পন লাগে,—প্রাণ করে টলমল;
ভাঙি দিব আজ লৌহকারায় চূর্ণি পরিখা-বেড়
সিন্ধুর কলকল্লোল পাশে দাঁড়াইয়ে উদ্বেল
উত্তাল চলচঞ্চল ক্ষ্যাপা প্রবল করিব প্রাণ,
উচ্চ উর্ম্মি দলিয়া চরণে করে' যাব অভিযান
স্বদেশে আমার স্বর্গে আমার—দৃঢ়তর বলীয়ান
দৃঢ়তর বীর কর্ম্মী অটল, করে' লব গরীয়ান
অবনত ম্লান দীন দেশভূমি, শক্ত-মুষ্টি-বল
শত্রুর মাথে পরশ্ করিব; অন্যায়-কলাছল
চূর্ণিয়া দেশ করিব মুক্ত ভাস্বর দিবা প্রায়,
আয় রে সিন্ধু-কলকল্লোল আয় আয় বুকে আয়।

সময়—মধ্যাহ্ন

দুপুরে সূর্য্য প্রখর বীর্য্য ছড়ায় সকল দিক,
সিন্ধু গর্জ্জে ভীম ভীমতর দাপটি ঝাপটি,—ধিক!
ধিক ধিক মোরে আলস-বিলাসী কাজহীন অক্ষম
নিশ্চল বসি' নির্জ্জীব হেথা, হোথা পাপ নিরমম
শত্রু সাধিছে, আর্ত্ত কাঁদিছে, কে মুছাবে আঁখিজল,
কে বলিবে—"ভাই, কোন ভয় নাই, নহি নহি দুর্ব্বল,

এই আমি আছি চলে এস কাজী বর্ম্ম কৃপাণ কই,
দুর্জ্জয়-জয়-বাসনা বক্ষে, দীন নহি ক্ষীণ নই !"
কম্প-নয়নে দেখি—অন্যায়ী তুলি উদ্ধত হাত
নির্ব্বাক দেশসেবীর মাথায় করিছে অস্ত্রাঘাত,
ভূমে ঝরে' পড়ে উৎস সমান বীরের শোণিত-ধার—
সে শোণিত-টীকা ললাটে পরিয়ে দৃপ্ত দুর্নিবার
কে যেন জাগিল গর্জ্জি' জাগাল লক্ষ ত্রস্ত প্রাণ,
নৃত্যে মাতিয়া মৃত্যু বরিছে, কাটি করে খান খান
অত্যাচারীর দম্ভপূরিত গর্ব্বিত শত শির,
নির্দ্দোষ শত ভ্রাতারে বাঁচায়,—বীর বটে সে যে বীর।
ঐ ঐ পথে চলে যে দুখিনী ক্ষীণ শিশু বুকে রয়,
শত্রুর গোলা তাহারে গ্রাসিতে ছুটে আসে দুর্জ্জয়—
এই এই আমি, আমি লব গোলা বক্ষ পাতিয়া আজ
ও দীনা নারীরে রক্ষা করিতে হাসিয়া বরিব বাজ।
যাই যাই !—একি চরণে টানে যে লৌহের শৃঙ্খল,
কারার দুয়ারে হাত নাহি যায়, একি যন্ত্রণা বল্ !
ছিঁড়িব বলয়, মুক্ত চরণে দুয়ারে করিব ঘাত,
সাঁতারি' সিন্ধু ভেদিয়া চলিব নিমেষে হতে না রাত,
বীরের মতন ছুটিয়া যাইব আর্ত্ত ভ্রাতার মাঝ,
দেখিয়া সঘনে গাবে উল্লাসে বলিবে যে—"সাজ সাজ।"
আমি ফুকারিয়া আকাশ ফাঁড়িয়া বলিব রে—"জয় জয়,
জয় জয় জয়ী হে দেশতনয়, জন্মভূমির জয়।"

শীত-কুঞ্চিত বৃক্ষপত্র প্রভাতে তুলে সে শির—
তেমনি গর্ব্বে উঠিবে জাগিয়া ম্লান অনুচর বীর ;
মৃত্যু দলিয়া নৃত্য করিব,—শত্রুর অবসান,
নাহিক গোপন, অরুণ-কিরণ সমান দীপ্তিমান
আঁধার বিতাড়ি' নির্ম্মল পূত করিব জননী দেশ,
না রবে ভ্রূকুটি পীড়নের নীতি, নাহি নাহি রবে ক্লেশ
প্রখর রৌদ্র পড়িয়াছে ঐ কারার প্রাচীর-গায়,
তাহারি ওপাশে সিন্ধু উছসে বলে যেন—'আয় আয়,'
যাই যাই আমি গর্জ্জন ডাকে, নর্ত্তন দেয় দোল,
হে পিতা সিন্ধু, রুদ্র দীক্ষা দাও দাও মোরে কোল,
পিতার সমান লালিয়া পালিয়া দাও মোরে বল দাও,
ঊর্ম্মি-বাহুতে লুকিয়া লুকিয়া লয়ে যাও লয়ে যাও ;
দুর্দ্দম দাও শক্তি প্রচুর উদ্দাম-গতিমান,
তুমি যে সিন্ধু মূক ধরণীর জাগ্রত চল প্রাণ।
অসহ রৌদ্র তাহাতে রুদ্র সিন্ধুর গরজন,
আমি যে বদ্ধ !—দুঃসহ ক্লেশ !—ভাঙ ভাঙ বন্ধন !
সূর্য্য প্রখর তূর্য্য বাজাও হে জীবন-সোম-রস,
সিন্ধু মহান মাতাল-পরাণ, কর মোরে নিরলস।

সময়—সন্ধ্যা

দিবা শেষ হয় আজি হল ছয় দিবস হেথায় আমি—
রুদ্ধ পরাণ বক্ষ-খাঁচায় আছড়িছে দিবা যামি' ;

এই যে আজিকে কারার উপরে একটি দিবস ধরে
কর্ম্মবিহীন অলস নীরব,—কে জানে রে দেশ-ঘরে
এই দিবসের প্রতি নিমেষেই উঠেছে আর্ত্তস্বর—
অত্যাচারীর গোপন অস্ত্র পাড়িয়াছে ভূমি 'পর
নির্দ্দোষ মম ভ্রাতাভগিনীরে অন্যায়-রোধী বীর,
হায় রে অলস বাহুযুগ মোর, ভাঙ কারা চৌচির।
হয়ত একটি নির্ভীক ভ্রাতা আজিকে সারাটি দিন
রক্ষিতে শত নির্দ্দোষ প্রাণ যুঝিয়াছে শ্রমহীন,
শেষে সে পড়েছে বৃক্ষ সমান বৈশাখ-ঝটিকায়,
কে তাহার স্থানে দাঁড়াতে আছে রে,—ধিক্ ধিক্ হায় হায়!
মনে পড়ে আজ সন্ধ্যা এমনি ঘিরে ঘিরে আসে দিক—
দশ জন মোরা সাগর-বেলায় দাঁড়াইয়ে অনিমিখ
ক্ষুব্ধ পিষ্ট ক্লিষ্ট দেশের মুক্ত করিতে দুখ
করেছিনু পণ,—আশা ও হর্ষ ভরে' ভরে' তুলে' বুক
সে-দিনের নিশা করে' দিয়েছিল জননীর শুভাশিস্
পূত মঙ্গল পূজার নিমেষ; দেখেছিনু দিশেদিশ
পুণ্য আলোক হৃদয়াভিরাম; সেই দিন হতে সেই
দলে দলে বীর-মন্ত্রে যুবক আসিল শঙ্কা নেই,
কারার শঙ্কা মরার শঙ্কা কেটে গেল নির্ভীক
লক্ষ তনয় দুঃখী মাতার জয়-গানে ভরে' দিক
যাত্রা করিল দৃপ্ত সতেজ পরিয়া বর্ম্মসাজ;
আজি কি সকলি বিফল ভাগ্য নিহত, বিশ্বরাজ?

কে বলে বিফল কে বলে নিহত !—আজো রই আমি বেঁচে,
আজো বাহু মোর শক্ত সুদৃঢ়, লব কি মরণ যেচে ?
আকাশের পানে দেখি রে চাহিয়া নেমে গেছে কূল পানে,—
ঐ ঐ দিকে স্বদেশ আমার ঐখানে ঐখানে ;
ঐখানে যেথা দেখেছি সে-দিন ঝাপসা ধোঁয়ায় ঢাকা
স্বদেশ-স্বর্গ জাগিছে আমার স্নেহ-প্রেম দিয়ে মাখা !
ব্যথিতা পীড়িতা ক্রন্দন-নতা জননী স্বদেশ মোর
বেদনা তোমার সিন্ধু-বাতাসে ছুটিয়া লাগায় ঘোর।
ঐ ধোঁয়া মাঝে সুদূর বেলায় শান্ত-আকাশ-তলে
স্বদেশে আমার কিবা সে বেদনা অবিরাম ছলছলে !—
আর্ত্তের উঠে ক্রন্দন-রোল, দুঃখীর দুখতাপ,
নির্দ্দোষ ক্ষত হৃদয় হইতে কত না সে পরিতাপ,
কত অন্যায় কত অবিচার অত্যাচারের ঘায়
বিহ্বল দেশতনয় কাতরে অন্তরে মোরে চায়।
প্রাণ কাতরায় যায় দিবা যায় ষষ্ঠ দিবস শেষ,
প্রভাতের আশা নিভে যায় যে রে ভাঙি কিসে এই ক্লেশ ?

সময়—রাত্রি

নিদ্রা ?—ঘুমাতে করে না লজ্জা ?—কি শান্তি নিয়ে শুস,
অন্তর-জ্বালা কিসে জুড়াইলি, দেশত্যাগী কাপুরুষ ?
রাত্রি শীতল ঢালিছে উতল শান্তি—পাষাণ-চাপ
এ যে মোর বুকে বাজিছে বিষম—নির্দয় অভিশাপ।

মুগ্ধ সিন্ধু, প্রহরী ঘুমায়, স্তব্ধ সকল রব,
মোর অন্তরে জ্বলিছে আগুন, করিতেছে কলরব
বিফল আহত শতেক বাসনা, দুর্দ্দম মনোবেগ
গর্জ্জনরত বজ্রগর্ভ যেন বৈশাখ মেঘ
ঝাঁড়ি' মৌনতা ছাড়ি হুঙ্কার ভেঙে দিতে চায় ঘুম,
শান্তি-দাত্রী নিথর রাত্রি মরুক্ সে নিঝ্ঝুম্।
শান্তি কে চায় কে চায় নিদ্রা রাত্রি কে চায় বল্,
চাহি চঞ্চল চপল দিবস কর্ম্ম-মুখর পল,
উচ্ছ্বাসময় সিন্ধু আরাব উল্লাসময় তান,
শান্তিঘাতিনী সর্ব্বনাশের কৃপাণ-নিষ্ঠ প্রাণ।
মৌনতা টুটি' উঠুক্ রে ফুটি দুর্দ্দম মম আশ,
উতল করুক্ নিথর রাত্রি দুরাশারি উল্লাস।
শ্রবণে যে আসে মর্ম্মপীড়িত বিধবার ব্যথাসুর,
পুত্রবিহীন-জনক-জননী-ক্রন্দনে পরিপূর
স্বদেশ আমার, জাগিছে বেদন ঝরিতেছে আঁখি-নীর ;—
আমি যে ভর্ত্তা আমি যে পুত্র শত দুখী-দুখিনীর।
পাষাণ রাত্রি মৃত্যু-ধাত্রী, এত ব্যথা উচ্ছল
বক্ষে পুষিয়া নির্ব্বাক রহ ব্যথাহীন অচপল,
ও বুকে তোমার বাজে না বেদনা ? মর্ম্মের শোক-বাণ
তোমারে বিঁধিয়া অস্থির করি' তুলিবে না গতিমান ?
দেশের লক্ষ দুখীর বেদনা আমার মরম-শোক
ছিঁড়িয়া ঝাঁড়িয়া টুটিয়া তোমারে উঠুক্ আকাশ-লোক ;—

কোন্ কোণে আছে কোথায় গোপনে বলি যারে ঈশ্বর
বাক্‌হীন মূক অন্যায়পোষী,—মঙ্গল-ভাস্বর ?—
যদি কোথা থাকে যদি বা সে থাকে যদি কোন নিরালায়
নাড়িয়া ঝাঁকিয়া বলুক্ আমার দুঃসহ ব্যথা তায়—
সে নহে পুরুষ নহে ধার্ম্মিক অন্যায়-নিবারক
নহে ব্যথাহারী পুণ্য-বিকাশ পিষ্টের রক্ষক ;
ভীরু কাপুরুষ হৃদয়বিহীন অক্ষম দুর্ব্বল
অত্যাচারীর গুপ্ত পোষক নিতি ভীতি-চঞ্চল।
যদি সে ধর্ম্মী জ্বলিয়া উঠুক্ পুণ্য-পাবক তার
অধর্ম্ম আর অন্যায় দহি' করে' দিক্ ছারখার ;
ধরুক্ মূর্ত্তি করাল ভীষণ পাপনাশী শঙ্কর
তাথই-তাথই নাচিয়া নাশুক্ অন্যায় ভূমি 'পর।
আমি বিদ্রোহী দাপটি ঝাপটি শান্তি করিব শেষ,
হইব বিজয়ী জিনিয়া মৃত্যু, নাহি ঘুম সুখ-লেশ।
ঐ আছড়িল সিন্ধু-ঊর্ম্মি—রাত্রির কাঁপে বুক,
কাঁপে বুক কাঁপে অন্তর মোর আছড়িছে সেথা দুখ।
লৌহকারায় লৌহ আঙ্গুলে শাসিয়া বলিছে—"হায়,
বৃথা রে চপল তব আলোড়ন, বৃথা নাচা দুরাশায়।
শোণিত শুষিয়া চুষিয়া মাংস পিষিয়া অস্থিচয়
বাসনা তোমার আশা-উচ্ছ্বাস করে' দেব সবি লয়।"
তার চেয়ে আজি রাত্রির বুকে মাগি চির অবসান
মাগি রে মৌন মৃত্যুর মাঝে হইতে মজ্জমান।

কিন্তু মরিতে বিষম বেদনা!—নাহি রে মরিতে সাধ,
রাত্রির বুকে লুকাইয়া থাকি' ঘটাইব পরমাদ।
রাতির মৃত্যু-নিবিড় কালিমা ভেদিয়া সূর্য্য বীর
যথা বাহিরায় শক্তি-পাবক দুর্জ্জয় অস্থির,
তেমনি বিষম ভীম দুর্দ্দম উন্মুখ মম প্রাণ,
এ প্রাণ লইয়া সৃপ্তি মথিয়া করিব রে অভিযান।

কলিকাতা ৪ঠা ফাল্গুন ১৩২৮

স্বাধীন

বক্ষ ভরি' সাগর সম উছসি' উঠে প্রাণ
ওরে ডেকেছে যেন বান,
ডেকেছে যেন বান ওরে এসেছে কার বাণী—
হৃদয়-ভিতে নাড়িয়া মোরে করিছে টানাটানি;
দেশের তরে বিসর্জ্জিত লক্ষ ত্যাগী বীর
অমর স্বাধীনতার স্বর্গ হইতে তুলি শির
দিয়েছে মোরে ডাক ওরে শক্তি করে দান,
বলিছে আজি—দাঁড়া রে দুখী দৃপ্ত বলবান;
তাদের শিরে কিরীট হেরি—ঝলিছে রবি তায়—
শতেক শির সকল ছাপি' আকাশ চুমে ভায়,
নয়নে তারা জগৎ-আঁখি রবির মত চায়—
সে দ্যুতি মম পরাণ 'পরে বিভাসি' উজলায়;

সুপ্তি ভাঙে মুক্তি জাগে জীবনে জাগে বল,
বাঁধন-হারা শাসন-হারা করে রে চঞ্চল।
নয়ন মুদে হৃদয়ে দেখি—শতেক ত্যাগী প্রাণ
বন্দী নেপোলিয়ান্ সেথা গুমরে অফুরাণ,
উতলি' সেথা আলোড়ি' উঠে "জোয়ান"-অভিযান,
শিখের গুরু গোবিন্দেরি স্বাধীন অভিমান,
নাচিয়া ফেরে পাহাড়বাসী তাড়িত শিবাজী,
সৈন্যহীন পুত্রহীন প্রতাপ রাণাজী,
দুর্গাদাস ও প্রতাপাদিত্য দিতেছে ঘন দোল,
ম্যাক্‌সুইনী উপাস-ব্রতী করিছে উতরোল।
জগতে যত বিগত-প্রাণ স্বদেশসেবী বীর
হৃদয়ে মম বিছুরি' আলো তুলিছে উঁচু শির ;
সূর্য্য যেন শতেক আজি হইতে শত দিক
রশ্মি-তেজে রঞ্জি' মোরে বলিছে—নির্ভীক
জাগ রে জাগ উঠ রে ফুটি অমল গরিমায়
অভয় প্রাণে অটল বলে স্বাধীন মহিমায়।
কল্লোলিয়া উঠিছে প্রাণ উদ্বেলিয়া বুক—
কেমনে আজি বাঁধিয়া রাখি বিপুল মম সুখ :—
বিপুল সুখ বিপুল প্রাণ বিপুল পারাবার
মুক্তি এ রে, বাঁধন-নিশা বিগত, নাহি আর !
অবাধ প্রাণ অগাধ প্রাণ হরষ টলমল,
একি রে আজি হৃদয় দীন শোভায় ঝলমল !

মুক্তি লভি শক্তি লভি অবাধ বেগবান,
জগতে এ যে ভাসাতে চাহে আকুল গতিমান।
আজিকে দেখি কে ছোঁয় মোরে?—বাঁধন বাধা সব
অত্যাচার শাসন আর কলহ কলরব
চরণ নীচে মুষড়ি' পড়ি' ভাঙিয়া মরি' যায়,
যাহারা মোরে পিষিতে আসে চমকি থাকি' চায়।
দ্বেষ সে আসে ভূতের মত, শত্রু হানে বাণ—
সকলি যে রে পরশি' মোরে ভূমিতে অবসান।
কারাতে বাঁধে আমার দেহ?—বাঁধন যে রে নাই,
ভারত-বুকে ছড়ায়ে শত ভ্রাতারে বুকে পাই।
দেশের ব্যথা দুখীর দুখ বাজিছে যেন শাঁখ—
হৃদয়ে ফিরি' ঘনিয়া উঠে দেবের পূত ডাক।
ব্যথা ত আজি ব্যথে না মোরে বেদনা করে ধীর,
দৈন্য দুখ শকতি দিয়ে করিছে জয়ী বীর।
হৃদয় মম অপার যেন আকাশ হেরি আজ—
নীরদ তারে পীড়িতে নারে দহে না তারে বাজ,
দেশে সে ঢালে মুক্তি-আলো, দেশের সীমা পার
বিশ্বে সে যে জড়ায়ে ধরি' করিছে একাকার!
অত্যাচারী লোহিত চোখে অস্ত্র নিয়ে ধায়—
আঘাত করে, পরাণ মম অটল রহে তায়;
দহিতে আসে হিংসা-শিখা আগুন-অভিশাপ,
নেহারি মোরে মুষড়ি' মরে কলুষ শত পাপ,

অস্ত্র বাজে ঝননি ঝান শ্রবণে করে ঘাত,
হৃদয় রহে শঙ্কাহীন অতীত-উৎপাত।
মেরেছে যেবা করেছে ঘৃণা শত্রু যেবা ঘোর
মিত্র সম তাহারে বাঁধে আমার প্রীতি-ডোর।
কারাতে মোরে বাঁধন দিলে কোথা রে দুখ ক্লেশ,
বিরাট প্রাণে পড়ে না দাগা, মুক্ত হৃদি-দেশ।
মুক্ত আমি ব্যাপ্ত আমি অতীত-দুখ-শোক
অতীত-দ্বেষ-কলহ-ঘৃণা, মহিমাময় লোক
পরশি' মোরে মহৎ করে দীপ্ত গরীয়ান,
বক্ষে ঢালে অটুট বল প্রবল অফুরাণ।
হিংসাপোষী দুর্ব্বল যে করি না তারে ঘাত,
মত্ত-মদ-গর্ব্বভরা শত্রুটারি মাথ
ঢালিতে পারি আশিস্ আমি, হত্যাপ্রিয় যেই
তাহারে আজি ক্ষমিতে পারি, নাহি রে দ্বেষ নেই।
যে আছে মম বিরোধী, তার বিরোধে বলি—আয়,
হৃদয়ে এসে হয়ে যা শুচি অমল গরিমায়।
বীর রে আমি বরিতে পারি অস্ত্র-শত-ঘায়,
আঘাত সয়ে আঘাত জিনি, শত্রু পড়ে পায়,
হিংসা জিনি মৃত্যু জিনি কলহ ব্যভিচার
মুক্ত প্রেমানন্দ আমি ক্ষমার অবতার।
দুঃখ আসে ঘিরিয়া মোরে দৈন্য পরিতাপ,
আসিছে ভাঙা কুটির হতে বেদন-জরা-তাপ,

জীর্ণ ক্ষীণ ক্লিষ্ট শত পিষ্ট প্রাণ দীন,
গর্ব্বা-ঘায়ে আনত কত অত্যাচারে হীন—
আসিছে সবে হৃদয় মাঝে তুলিছে ক্রন্দন,
জড়ায় মোরে আঁকড়ে মোরে সে শত বন্ধন।
সে দুখ-ডোরে জড়ায়ে আজি অসীম সুখ পাই—
বেদন-ব্যথা অমৃত যেন, তাহাতে অবগাই,
ডুবি রে আজি উদার দুখ গভীর দুখ মাঝ
মুক্ত-দুখ-সিন্ধুখানি সাঁতারি চলি আজ,
সাঁতারি' উঠি স্বর্ণময়-আলোক-ঘেরা দেশ
হর্ষ ভূমানন্দ সেথা, নাহি রে ব্যথা ক্লেশ।
আঘাত ছাপি' শক্তি লভি দুঃখ ছাপি' সুখ—
মুক্ত আমি নাহি রে বাধা বিশাল মম বুক।
আজিকে প্রাণ ছড়ায়ে চলে, ধরণী আঁকড়ায়—
ধরণী ব্যেপে' আকাশে সে যে বাহুতে নিতে চায়;
সে প্রাণ 'পরে দেখি রে যেন লক্ষ নারী-নর
ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ লয়ে ফিরিছে পরে পর,—
তাদের হাসি তাদের ভাষা তাদের চলাচল
আমারি শিরা-শোণিত মাঝে করিছে কলকল।
মুক্ত আমি ব্যাপ্ত আমি আমাতে আমি নাই,
সকল সীমা অতীত হয়ে অসীম হয়ে যাই।
অসীম আমি বিপুল আমি বিশাল পারাবার,
যা কিছু বাঁধে ভাসায়ে চলি মিলায়ে পারাপার।

মুক্তি আমি শুক্তি আমি দীপ্তি আমি ক্ষেম,
আমি রে ক্ষমা হর্ষ আমি আমি রে মহা প্রেম।

কলিকাতা ৮ই চৈত্র ১৩২৮

মুক্তিকামী

এ দুঃখ বেদন ওগো এ তাপ ক্রন্দন
এ মর্ম্ম-যাতনা আর অসহ্য বন্ধন
কবে হবে শেষ? কবে হব দৃপ্ত-প্রাণ
মুক্ত-দুখ মুক্ত-তাপ মুক্ত-অপমান?
দাসত্বের ক্রন্দনের ভারাক্রান্ত বায়ু
নিশিদিন পলে পলে খিন্ন করি' আয়ু
করিছে নির্জ্জীব; অবহেলা-অবজ্ঞায়
মর্ম্ম পীড়ে অশ্রু বহে প্রাণ কাতরায়!
নিশিদিন দাসত্বপীড়িত দেহ মাঝে
যে ক্রন্দন যে বেদন আলোড়িয়া বাজে—
কার বক্ষে গিয়া সে রে জ্বালাবে পাবক,
কোথায় দেবতা—ন্যায় ধর্ম্মের সাধক?
প্রাণ যায় মুক্তি চায় কে ঘুচাবে ক্লেশ
মুক্তির আনন্দ-তালে হিল্লোলিয়া দেশ?

কলিকাতা ২৯শে চৈত্র ১৩২৮

সত্যেন্দ্র-তর্পণ

(কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুতে)

আজি সূর্য্য মেঘে-ঢাকা, দিবস ঘনিমা-মাখা, অন্ধকার ঘিরেছে ভুবন,
এ স্নিগ্ধ বাদল-দিনে পুলক-পূরিত মনে কাব্য-ছবি করিতে অঙ্কন ;
যত মেঘে ভিড় করে, যত বারি ঝরঝরে, তত তোমা মনে পড়ে আজ—
মনে পড়ে সৌম্য মূর্ত্তি, আঁখি-যুগ স্নিগ্ধ-কান্তি, কল্পনার ওহে পক্ষিরাজ !
বরষারি মেঘ সম ছিলে শান্ত সৌম্য কম, তারি মত করেছ বর্ষণ
অজস্র ভাবের ধারা কী শীতল জ্বালাহরা,—কী প্রশান্ত আনন্দ ভাষণ !
এ বরষা আঁধিয়ার কেঁদে মরে আরবার, কোথা তুমি দুলাল সন্তান,
এস পূর্ণ সত্য কবি, গাও গান আঁক ছবি কল্পনায় করিয়া সন্ধান।
সাহিত্য-সমাজ হ'তে যে কেহ কালের স্রোতে ভেসে গেছে লভিয়া মরণ
তাহারি কল্যাণ তরে ভক্তিশ্রদ্ধাভরা স্বরে তুমি নিতি করেছ তর্পণ ;
আজি তুমি স্বর্গলোকে, রুদ্ধ বুক তব শোকে, কে তোমারে করিবে অর্চ্চন,
কে তোমার স্নিগ্ধ-গীতি উচ্ছল স্বদেশ-প্রীতি পিয়ে তোমা করিবে বন্দন ?

সমাজের অবিচার শাসকের অত্যাচার মর্ম্মে তব তুলেছে ক্রন্দন,
তাই শত কবিতায় তীব্রতম বেদনায় সে কলুষ করেছ ছেদন ।
মনে পড়ে সেই দিন স্নেহলতা স্নেহহীন হয়ে যবে বরিল মরণ—
তুমিই ব্যথিত বুকে নির্দ্দয়-লেখনী-মুখে ঢেলেছিলে তীব্র হুতাশন।
আজো কত স্নেহলতা নির্য্যাতন-অবনতা কত বধূ করে আর্ত্তনাদ,
তাদের হৃদয়-ক্ষত কাহারে কাঁদাবে তত, বেদনায় কে দিবে সংবাদ ?
ভণ্ডামি ও ক্ষুদ্র কথা তোমারে দিয়েছে ব্যথা, তীব্রতম দেছ প্রতিবাদ,
ন্যায়ের নির্ভীক বাণী তোমার শায়ক হানি' কত ভেঙে দিলে অবসাদ।

স্বদেশের অকল্যাণ যে করেছে ক্ষুদ্র-প্রাণ তুমি তারে শাসিয়া কঠোর
কর্ত্তব্য দেখায়ে দেছ সত্য পথ চিনায়েছ, হে তেজস্বী হে সত্য-বিভোর !
ডায়ারের অপকীর্ত্তি পঞ্জাবে সে দস্যুবৃত্তি, তুমি তার দিলে পরিচয়—
ছাড় নাই খুনীটারে পলাইতে অহঙ্কারে, শিক্ষা দিলে নির্ম্মম নির্ভয়।

মহাদ্রুম বনস্পতি যে আজ সাহিত্য-পতি পেলে তাঁর স্নেহছায়াদান,
সে রবি ভুবন-জ্যোতি, তুমি যেন নিশাপতি আহরিলে তাঁরি আলো প্রাণ ;
সে স্নেহে অন্তর ভরি' নিজ শির উচ্চ করি' নিজ শক্তি করিলে প্রকাশ,—
অফুরন্ত সে কবিত্ব অফুরন্ত মনুষ্যত্ব অফুরন্ত বিচিত্র বিকাশ !
বাজাইলে বেণু বীণা, জাগাইলে ক্ষুব্ধমনা হতাশ্বাস বাঙালী সন্তান,
কোমলে গেয়েছ গান, বজ্রের তুলেছ তান, হে কুসুম-কুলিশ-পরাণ !
উজাড়ি' আপন শক্তি ঢেলেছ সাহিত্য-ভক্তি, তবু তব মিটেনিক আশ,
দেশ-দেশান্তর ছুটে মধুপের মত লুটে আহরিলে মধু বারো মাস ;
ছন্দে তব চিত্ত নাচে, বেণু বীণা কুহু বাজে, যাদুকর মোহে যেন মন—
কভু লঘু কভু গুরু কভু বাজে দুরুদুরু মাদল মৃদঙ্গ অগণন।
অক্ষয় অক্ষর-কীর্ত্তি তাঁরি তুমি শক্তি-পূর্ত্তি, আজি তোমা করি হে বন্দন,
হে বাংলার ভক্ত ছেলে, স্বর্গ হতে হস্ত মেলে ক্ষুদ্র পূজা কর হে গ্রহণ।

কলিকাতা ৯ই আষাঢ় ১৩২৯

অতীত-ভারত

দেশের মাটি সোনা খাঁটি ধাত্রী প্রাণদাত্রী আমার,
তোমার মাঝে যে প্রাণ আছে জাগাও তারে জাগাও আবার ;-

সুপ্ত হরষ লুপ্ত বরষ জাগাও মহিমাময় দিবা
জাগাও শক্তি অবাধ মুক্তি জাগাও তব দিব্য বিভা !
কুরুক্ষেত্র হেরুক্ নেত্র হেরুক্ ভীষ্ম দ্রোণার্জ্জুন,
হেরুক্ শক্ত স্বদেশভক্ত যোদ্ধা প্রবল পূর্ণ-তূণ ।
কাঞ্চি কোশল মদ্র কেরল ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তিনা
মৎস্য মিথিল সুরাট দ্রাবিড় কান্যকুব্জ দক্ষিণা
সিন্ধু প্রয়াগ কেকয় সে প্রাগ্ অবন্তী ও বিদর্ভ
মল্ল কাশী পুণ্যহাসি কর্ণাট সে সু-গর্ভ—
জাগুক্ তারা জাগুক্ সারা ভারত জুড়ে লুপ্ত দেশ
দীপ্ত স্বাধীন গৌরবলীন হরষান্বিত মুক্ত-ক্লেশ
বিজয়বিলীন দাসত্বহীন উন্নত-শির সগর্ব্ব
দৃপ্ত-চরণ উন্মাদ-মন শত্রুহারী সদর্প
দিগ্বিজয়ী আত্মজয়ী ক্ষমী এবং জীবন্ত
ধর্ম্মী ত্যাগী মুক্তিবাহী প্রাণের স্রোতে চলন্ত ;
জাগুক্ ভারত মহা ভারত ঘুচিয়ে কঠোর দাসত্ব
ঘুচিয়ে কাঁদন কলুষ-বাঁধন ঘুচিয়ে আলস জড়ত্ব !
এই যে ধূলি দেশের ধূলি আজ দলিত অবজ্ঞায়—
জানিস্ কি, মন, ছিল এমন দিবস যাহা গত, হায়,
এই মাটিতে লক্ষ ভিতে উঠ্‌ল জেগে দুর্দ্দমন
লক্ষ তনয় মূর্ত্ত বিজয় লক্ষ অটল কর্ম্মীজন ।
জাগ্ রে পরাণ সুপ্ত পরাণ সেই ভারতে চল্ রে আজ
জন্মে' নব অভিনব আনন্দেতে ডুবিয়ে লাজ,

অযোধ্যাতে ইন্দ্রপ্রস্থে উজ্জয়িনী হস্তিনায়
জাগ্ আহবে ভেরীর রবে বীরের অসিঝঞ্ঝনায়,
ওঠ্ রে জেগে, পুণ্য যাগে রাজসূয়েতে হ’ ঋত্বিক,
অশ্বমেধের অশ্ব-সাথে ঘোর্ পৃথিবী দিগ্বিদিক,
জন্মে’ আজি অনুজ সাজি’ যুধিষ্ঠিরের ক্ষমাবান
ধর্ম্মী ন্যায়ীর আজ্ঞাবাহীর আনন্দেতে ভর্ পরাণ—
বিনয়-আশয় মাদ্রী-তনয় যুধিষ্ঠিরের কনিষ্ঠ
তাঁহার স্নেহ জুড়াক্ দেহ তাঁহার প্রেমে গরিষ্ঠ।

ঐ যে হেরি ঘেরি’ ঘেরি’ কুরুক্ষেত্রে যোদ্ধাদল—
ভীষ্ম মহান্ দ্রোণ বলীয়ান্ কর্ণ অটল অচঞ্চল,
জন্মা’ রে আজ সে যুদ্ধ মাঝ জন্মা হয়ে ধনঞ্জয়
গাণ্ডীব হাতে কৃষ্ণ সাথে,—সর্ব্বনাশা ও দুর্জ্জয়,
শত্রু শত হউক নত, বাজুক্ ভেরী শঙ্খ ঢাক,
বীরোল্লাসে জয়োল্লাসে কর্ণ ভরুক্ তন্দ্রা যাক্,
ভীষ্মে দ্রোণে কর্ণে রণে কাটব শ্রেষ্ঠ বীরের শির,
পৃথ্বীজয়ী আত্মজয়ী পার্থ আমি শ্রেষ্ঠ বীর,
যাই পাতালে নভস্তলে যাই বিজয়ে লক্ষ দেশ,
প্রবল বলে সকল দলে’ জিনব দিশি নাইক শেষ,
অগ্নি-বাণে বরুণ-বাণে রচ্‌ব আগুন, সমুদ্র—
মৌন জগৎ স্তম্ভিতবৎ, শত্রু ভাবে—কী রুদ্র!
সরিয়ে রাখি নাগ বাসুকী পর্‌ব ভরা গাণ্ডীবে
ইন্দ্রে শাসি’ অগ্নি তুষি’ কর্‌ব দাহন খাণ্ডবে,

বিরাট-দেশে ছদ্মবেশে গোধন একা রক্ষিব
শতেক বীরে তীক্ষ্ণ তীরে করব মোহে নির্জ্জীব,
কঠোর তপে শরীর সঁপে' ঊর্দ্ধ-বাহু ঊর্দ্ধ-পদ
আত্মজোরে আন্‌ব হরে' পশুপতির পাশুপত,
লক্ষ ভেদি' শত্রু বধি' আন্‌ব জিনে' পাঞ্চালী,
সুভদ্রারে আন্‌ব হরে' শূন্যে সমর সঞ্চালি';—
অর্জ্জুন আমি যোদ্ধা যমী ক্ষিপ্র এবং প্রশান্ত
দুষ্টনাশী ন্যায়নিবাসী স্বল্পভাষী সুকান্ত।

ভরত হয়ে রাজ্য পেয়ে ভজ্‌ব না ক সিংহাসন,
জ্যেষ্ঠ-চরণ নিত্য শরণ তার পূজাতেই লিপ্ত মন ;
রামের পিছে বিপদ মিছে গণ্য করে' গহন বন
দুঃখ সহি' আজ্ঞাবাহী চল্‌ব নিতি সে লক্ষ্মণ ;
রামের বেশে মুনির দেশে কান্তারে ও লঙ্কাতে
রাক্ষসেরে ধ্বংস করে' ঘুষ্‌ব বিজয় ডঙ্কাতে।

লুপ্ত ভারত সুপ্ত ভারত তার দেশে ও সন্তানে
জন্ম লব নিত্য নব কল্পনারি সন্ধানে,—
আনন্দে তার মুক্তিতে তার শক্তিতে তার উল্লাসে
উদ্দীপিত উজ্জীবিত জাগ্‌তে চাহি উচ্ছ্বাসে ;
হের্‌ব নবীন হের্‌ব স্বাধীন হের্‌ব বিরাট মন্দ্রিত
কল্লোলিত উদ্বেলিত ভারত সাম-ঝঙ্কৃত,
কর্ম্মী ভারত ধর্ম্মী ভারত উদাত্ত ও সংযত
যোদ্ধা ভারত ন্যায়ী ভারত ত্যাগী ভারত সংহত।

মর্ম্ম দহে অশ্রু বহে—আজকে ভারত লাঞ্ছিত,
মুক্ত ভারত দৃপ্ত ভারত আজকে শাসক-শঙ্কিত !
মুক্তি-ব্যাকুল পরাণ আকুল এই ভারতে তৃপ্ত নয়,
যায় সে ভেসে মুক্ত দেশে লুপ্ত-ভারত-বক্ষময় ।

কলিকাতা ৫ই শ্রাবণ ১৩২৯

রামায়ণ ও মহাভারত

ভারতের শৌর্য্য বীর্য্য শকতি মহান্
উত্তাল-জীবন-লীলা মত্ত বেগবান,
উচ্ছ্বসিত-প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-অভিনয়,
মুক্তির আনন্দ আর সাহস দুর্জ্জয়
দুই কাব্য-মহাদ্রুম রচেছে—অপার
বিশাল বিপুল সৌম্য যোজন-বিস্তার
স্নিগ্ধচ্ছায় পল্লবিত শ্যামল তরুণ
উদ্দাম দুর্ব্বার দীপ্ত উদার করুণ
নিদাঘ-তাপিত-লক্ষ-মানব-আশ্রয়,
লক্ষ-শাখা-বাহু মেলি' রচেছে আলয়
ক্লিষ্ট আতুরের ; পত্রে পত্রে মর্ম্মরিয়া
উঠিছে আনন্দ-ভাবে আজো কল্লোলিয়া
বিগত-ভারত-প্রাণ, বিজয়-বারতা,
সমর-দুন্দুভি শত, স্নেহ-প্রেম-কথা !

বিপুল অযোধ্যা রাজ্য হরষে উতল
শ্রীরামের অভিষেক, ক্রন্দন-বিহ্বল
ক্ষণ পরে, বনযাত্রী রামের সংবাদ—
গৃহে গৃহে, বৃদ্ধ-রাজ-কণ্ঠে আর্ত্তনাদ !
নিবিড় কান্তার, কলকল গোদাবরী
কল্লোলিয়া চলিয়াছে দিবস-শর্ব্বরী
সঙ্গীত-মুখরা, তারি শ্যাম তীরে ভাসে
মঞ্জুল গুঞ্জনে আর সকৌতুক হাসে
রাম-সীতা-প্রেম-আলাপন, দূরে ধীর
ভ্রাতৃহিতপরায়ণ সে লক্ষ্মণ বীর
বিনয়-আশয়। অশোক কানন হেরি—
বিকটদশনা রুষ্টা চেড়ীবৃন্দে ঘেরি'
ক্রন্দন-বিধুরা সীতা, জুড়ায়ে শ্রবণ
সাগর লঙ্ঘিত হনুমানের ভাষণ
তাঁরি কাছে আকাঙ্ক্ষিত রামের কুশল।
সেতুবন্ধ সাগরের মত্ত কলকল।
স্বর্ণময়ী লঙ্কাপুরী সংগ্রামে মুখর,
সিংহাসনে দশানন ব্যথিত কাতর,
হত পরিজন, হত পুত্র মেঘনাদ,
শোকমৌন সভারে আলোড়ি' উঠে নাদ
"জয় রাম !" অযোধ্যার দ্বারে প্রত্যাগত
বনবাসী রামচন্দ্র, আনন্দ-নিরত

লক্ষ-নর-নারী-কণ্ঠে উঠে সম্বর্দ্ধন ;
হোথায় গোপন কোণে বৃশ্চিক-বেদন
অন্তরে চাপিয়া কাঁদে কৈকেয়ী মহিষী—
অনুতাপে জর্জ্জরিতা পিষ্টা দিবানিশি
আত্ম-গ্লানিভারে, নহে আগুয়ান
সাহসে হেরিতে নারে রামের বয়ান।
শান্ত সাম-মুখরিত সৌম্য তপোবন
বাল্মীকির, তারি মাঝে সীতার ক্রন্দন—
আশ্রয়বিহীনা ত্যক্তা স্বামী-অনাদৃতা
তবু রামপরায়ণা ! 'আবার আনীতা
রামচন্দ্র-সভাতলে পরীক্ষার তরে,
অভিমান-উদ্বেলিতা সরমেরে দলে'
পরীক্ষা ধিক্কারি' কাঁদি' ডাকিছে জননী-
"লজ্জা হর, দ্বিধা হও,' হে মাতা ধরণী,
অঙ্কে লও।"

আবার ধ্বনিছে অবিরত
শক্তিমত্ত কল্লোলিত সে মহাভারত
উদ্দাম উদার।—পিতামহ ভীষ্মবীর
তেয়াগি' সংসার-সুখ সংযমী ও ধীর
করিছেন মেঘমন্দ্র প্রতিজ্ঞা অটল।
দিগ্‌জিগীষু সে পাণ্ডুর রথের ঘর্ঘর।

বসন্ত-প্রফুল্ল দিন, শ্যাম তরুলতা
কুসুম-সম্ভারে নম্র সুগন্ধ-নিরতা,
গাহিছে বিচিত্র পক্ষী, ঝরে নির্ঝরিণী,
নির্জ্জন পর্ব্বত-পার্শ্বে একক সঙ্গিনী
রাজ্ঞী মাদ্রী, পাণ্ডুরাজা বিহ্বল-হৃদয়
প্রেমের আবেগ-ভারে, ভুলিয়া নির্দ্দয়
ঋষি-সুত-অভিশাপ করিল চুম্বন
মাদ্রীর তপত ওষ্ঠে, সহসা মরণ !
বিবাদ ঘনায়ে আসে পাণ্ডবে কৌরবে,
কর্ণবীর দম্ভভরে আনন্দে গৌরবে
লয়েছে কৌরব-পক্ষ, জানে না সে মনে
রক্তের বন্ধন আছে পাণ্ডবের সনে,
স্নেহশীলা কুন্তীদেবী তারে নদীতীরে
লজ্জায় হরষে ভয়ে বলে ধীরে ধীরে—
"আমি যে জননী তব কুমারী-জীবনে,
আয় বক্ষে, আয় ভ্রাতা-পাণ্ডব-সদনে।"
যুধিষ্ঠির-রাজসূয়, করিতে বিজয়
লক্ষ দেশ চলিয়াছে ভীম ধনঞ্জয়
নকুল ও সহদেব, লক্ষ নরপতি
যুধিষ্ঠির-যজ্ঞদ্বারে করিছে প্রণতি
নম্র শির, উঠিছে কল্লোল অবিরাম।
আবার হোথায় বনে অনাহারী ম্লান

পঞ্চ ভাই, অহঙ্কারী রাজা দুর্য্যোধন
চলেছে বাখানি' রত্ন-মাণিক্য-ভূষণ
ঘোষযাত্রাছলে ব্যথিতে পাণ্ডবে, তার
বন্ধন গন্ধর্ব্ব-হাতে লাঞ্ছনা অপার,
যুধিষ্ঠির পার্থে কন—"মুক্ত কর আজ
কুরুরাজে, অন্যে যবে বংশে দেছে লাজ
আমাদের, নহি মোরা শুধু পঞ্চ ভাই,
একশত পঞ্চ ভ্রাতা মোরা, দ্বেষ নাই।"
নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি, শায়িত অর্জ্জুন
সুরপুরে নিদ্রাতুর, ধ্বনি রুনুঝুন্
কিঙ্কিনী-কাঁকনে বাজে, আসিলা উর্ব্বশী
প্রণয়-বেদন-পিষ্টা—অন্তর উচ্ছ্বসি'
জাগে লজ্জা ভয় সুখ, জাগায়ে ফাল্গুনী
কহে—"আজি সভাতলে আমারে, হে গুণী,
হেরিয়াছ বার বার, বল কি কামনা?"
অর্জ্জুন বিনম্র শিরে কহিছে—"ললনা,
ক্ষম মোরে, হেরিয়া ভেবেছি—এই তুমি
মাতৃসমা, পূর্ব্বপুরুষের জন্মভূমি!"
কুরুক্ষেত্রে উঠিছে আরাব, শক্তিক্ষিপ্ত
মদমত্ত প্রবল অটল তেজোদীপ্ত
কোটি কোটি বীরের উল্লাস, সে দুর্ব্বার
পৃথ্বীজয়ী অর্জ্জুনের গাণ্ডীব-টঙ্কার

লক্ষ-বীর-ভীতিকর। হোথা স্বামীহীনা
নির্ব্বান্ধবা নিরাশ্রয়া বিলাপবিলীনা
লক্ষ-কুরু-রমণীর করুণ ক্রন্দন।
তারি পাশে অশ্বমেধ। ত্যজি' রাজ্য ধন
স্বর্গগামী যুধিষ্ঠির।
তুই ইতিহাস—
তুই মহামানবের বিচিত্র বিকাশ—
কখনো করুণ শান্ত, কভু বীর্য্যবান
মত্তবল উচ্ছৃঙ্খল, কভু বা কল্যাণ-
স্নেহ-প্রীতি-সুধাময় আনন্দ-উজ্জ্বল,
ক্ষমায় নমিত কভু, বিক্রমে বিহ্বল,
শোকে তাপে ব্যথাময়, প্রেমে গরীয়ান,
কর্ম্মে নম্র, ধর্ম্মে সৌম্য, শাসনে মহান,
মনুষ্যত্বে শান্তরসে বীরত্বে বিজয়ে
ভ্রাতৃপ্রেম-সত্যনিষ্ঠা-ঔদার্য্য-বিনয়ে
সংযমে সাধনে ন্যায়ে নিতি উজ্জীবিত
নিয়ন্ত্রিত লীলায়িত চির-উদ্দীপিত
চির-শ্যাম চির-স্নিগ্ধ।
করি নমস্কার
হে মহামানব-ছবি আনন্দ-আগার,
নহ শুধু ভারতের জীবন-দর্পণ,
নিখিল মানবে দোঁহে করেছ তর্পণ ;

বিশ্ববাসী মানবের দুঃখ সুখ আশা
দোঁহায় হয়েছে মূর্ত্ত, লভিয়াছে ভাষা।

কলিকাতা ৩০শে শ্রাবণ ও ৯ই ভাদ্র ১৩২৯

মা

মনে পড়ে সেই দিন
অন্ধকার মাতৃগর্ভে হয়ে আছি লীন
হাত পা গুটায়ে—
নাহি চক্ষু নাহি বল, পত্রের কুলায়ে
শক্তিহীন পক্ষীশিশু মত,
ঝরে অবিরত
জননীর শত শিরা উপশিরা হ'তে
অবিরাম অনাবিল স্রোতে
আমারি বয়ান পরে অমৃতের জীবন-ক্ষরণা—
জননীর অন্তরের উৎসারিত স্নেহের ঝরণা।
তাঁরি খাদ্য তাঁরি পুষ্টি তাঁহারি শকতি
পীযূষ-নির্ঝর হয়ে উচ্ছ্বসিত গতি
আমারে দিতেছে প্রাণ,
তাই করি' পান
দিনে দিনে আপনারে পাই,—
জননীর দেহ হতে আপনার দেহেরে কুড়াই;

পাই দেহ পাই প্রাণ আর পাই বল,
আনন্দ উজ্জ্বল।
তিলে তিলে জননীর সর্ব্বস্বেরে নিয়ে
তাঁরি দেহ কেটে নিয়ে আমি উঠি জিয়ে ;
আমার মূরতি
তাঁহারি জীবনাবেগ-জাগ্রত পূরতি ;
তাঁরি হর্ষ তাঁরি সুখ আকাঙ্ক্ষা তাঁহার
দিনে দিনে মোর রূপে ধরিল আকার।

তারপর এনু বাহিরিয়া
জগতের এক কোণে নগ্ন অজ্ঞ-হিয়া
অসহায়,
বক্ষের কারায়
দুইটি বাহুতে রচা সুদৃঢ় বেষ্টন
আমারে বেরিয়া নিতি করিছে রক্ষণ।
দুঃখ-ব্যথা-উদ্বেলিত জগৎ-সংসার—
তারি পারাবার
ধেয়ে আসে তরঙ্গ দোলায়ে,
আমারে লুকায়ে
বক্ষের দুর্ভেদ্য দুর্গে জননী দাঁড়ায়—
ভীতা ত্রস্তা, ঝাপটে জড়ায়।
বক্ষের শীতল কান্ত নিবিড় আশ্রয়ে
অনন্ত নির্ভয়ে

পান করি স্তন্য মধু-ক্ষরা,
বার বার আসে সুধাভরা
মুখে আর ভালে মোর অযাচিত অজস্র চুম্বন
প্রাণ-সঞ্জীবন।
দুটি আঁখি—দুইটি প্রহরী
সতর্ক একাগ্র হয়ে নিশিদিন ধরি'
রহে পাছে রহে পাশে রহে চারিদিকে ;
মোর হাসিটিকে
করিছে উজ্জ্বল দিয়ে চুমা দিয়ে আরো হাসি,
নয়ন-সলিলে যবে ভাসি
আমারে ভুলায় হয়ে আনন্দ-ভাষিণী
সন্তাপ-নাশিনী।

আজি দৃপ্ত বলবান হেরিয়া আমায়
ভাবি হায়,
অসহায় নগ্ন শিশু-ক্রন্দন-সম্বল
আমারে কে করিল সবল
জগতের বক্র-পথে চলিতে সাহসী
আপনার শকতি বিকশি' ?—
জননী সে স্নেহশীলা জীবন-দায়িনী
প্রসন্ন-হাসিনী
আনন্দ-দায়িনী শুভা করুণা কল্যাণী

তারি সব দানি'
গড়েছে আমায় এই ;—
আজি আমি মুক্ত শক্ত দ্বিধাহীন, কোন শঙ্কা নেই।
কিন্তু প্রাণ কেঁদে উঠে
যেতে চায় ছুটে
হয়ে অসহায়
জননীর বক্ষের কুলায়।
স্বর্গগতা জননী আমার,
আজি বার বার
সাধ যায় পুনরায় জন্ম লই গর্ভেতে তোমার
ক্ষুদ্র-দেহ-ভার,
অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে পান করি সুধা
মিটাইয়ে ক্ষুধা ;
তব বক্ষে বাহুতে লুকায়ে
আকাঙ্ক্ষা মিটায়ে
পান করি স্তন-দুটি,
সম্মুখে রহুক্ ফুটি'
করুণ নয়ন তব
চিরদিন অপূর্ব্ব অভিনব।
চুমা চুমা চুমা
চুমা দিয়ে হাসি দিয়ে বল—"ঘুমা ঘুমা" ;

অভিমানে কাঁদি—
বল সাধি' সাধি'
"কাঁদিস্ নে আর বাছা, আয় বক্ষে আয়",
ভুলে গিয়ে সকল ব্যথায়
বাস করি বক্ষের নিলয়ে
আনন্দে হরষে সুখে অপার নির্ভয়ে ;
জননী আমার,
তোমার অন্তর-মাঝে ডাক মোরে লহ আরবার।

কলিকাতা — ১৮ই ভাদ্র ১৩২৯

পাণ্ডু ও মাদ্রী

(পাণ্ডু বনচারী হইয়া বহু বৎসর শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে কুন্তী ও মাদ্রীর সহিত ঋষিগণের নিকট বাস করেন। ঋষিপুত্র কিন্দমের অভিশাপ ছিল যে পাণ্ডু স্ত্রী-সংস্পর্শে প্রাণত্যাগ করিবেন। বসন্তকালে একদিন একাকিনী মাদ্রীকে সম্ভাষণ করিতে গিয়া পাণ্ডুর মৃত্যু ঘটে।)

পাণ্ডু।——সুন্দর প্রভাত আজি, সুন্দর আকাশ
তরল-সুবর্ণ-সিক্ত, চঞ্চল বাতাস
ধেয়ে ধেয়ে নেচে নেচে স্বনিছে পাগল,
পত্রে পত্রে ফুলে ফুলে করিছে চপল
আপনার পুলক সঞ্চারি', কভু ধায়
উচ্চশীর্ষ তরু-শিরে, কভু বা হেলায়
নোয়াইয়া তৃণটিরে ছড়ায় শীকরে
গিরিগাত্রবাহী ক্ষীণ সলিল-নির্ঝরে ;

ফাল্গুনের চুম্বন-আবেশে অবনত
উচ্ছ্বসিত প্রফুল্লিত তরু শত শত—
কুসুমে ও কান্ত কিশলয়ে কুরুবকে
কেতকী করবী যূথী পলাশে চম্পকে
পারিভদ্রে অশোকে কেশরে ; কলকলি'
কোকিল-কোকিলা গাহে, পুষ্পে পুষ্পে অলি
চুমে চুমে পিয়ে পিয়ে পূরায় বাসনা ;
আকাশে বাতাসে আজ জাগিছে কামনা
একখানি নবীন সজীব, ধরা-বুকে
অজস্র সম্ভারে আর অফুরন্ত সুখে
জাগে যেন আশা এক তৃপতি-ব্যাকুল
অনুরাগী প্রার্থী ও উতল ;—নাহি কূল
নাহি সীমা এই আনন্দের—ফুটে টুটে
নৃত্যশীল, দুলে দুলে কেঁপে কেঁপে উঠে
মিলন-ব্যাকুলা দীর্ঘ-বিরহ-কাতরা
তরুণীর মত—ক্ষিপ্রা স্তব্ধা মুখরা
নীরবা ; মাদ্রী, আজি আনন্দ-পূরিতা
শ্যামলা নবীনা ধরা, আশায় কম্পিতা
প্রিয়-পার্শ্বে প্রেয়সী সে চুম্বন-আগ্রহী !
তপঃক্লিষ্ট চিত্তে মোর আজি রহি' রহি'
পুলক-পরশ লাগে, আজ করি পান
ধরণীর পুলকিত উথলিত প্রাণ।

মাদ্রী।——ঐ হের গিরি-গাত্রে তুষারে আলোক
রচিয়াছে মোহময় কিবা স্বপ্নলোক
বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণে, আধ তরুশির
সে আলোকে শোভাময়, আধেক শিশির-
মাণিক্য-লগ্ন—ঝলমল শ্যামলে রূপায়!
চল ঐ তরুতলে, বসিয়ে হোথায়
হেরিব বাসন্তী শোভা চারু কমনীয়।

পাণ্ডু।——বড় প্রিয় বড় প্রিয় আজি অতি প্রিয়
হাস্যময় প্রফুল্ল দিবস; চেয়ে চেয়ে
আজি প্রাণ ভরে' আসে, পাখী গেয়ে গেয়ে
কম্পন জাগায় মোর অন্তর-কন্দরে;
বাধা-বন্ধ ছাড়ি' প্রাণ আজিকে সন্তরে
আনন্দের মুক্ত পারাবারে। মাদ্রী, প্রিয়া,
অতৃপ্ত সংযম-নম্র সংবদ্ধ এ হিয়া
উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত আজি, জানি না ক
কি এক অজ্ঞাত সুখ বলে—"রাখ, রাখ
দূরে আজ তপোবদ্ধ কঠোর জীবন,
চাপল্যে জাগ্রত হও পুলক-মগন।"
মাদ্রী, আজি রূপময়ী হেরিয়া ধরায়
তোমার বিকচ রূপ অপূর্ব্ব শোভায়
নয়নে জাগিয়া উঠে,—হেরি বার বার
তোমার ও তনু-মাঝে যৌবন-সম্ভার

ধরণীর, উদ্ভাসিত তব আঁখি-দুটি
পুষ্প-চোখে ধরণীর ব্যগ্র আশা ফুটি'
রহে যেন, ঢল ঢল কান্ত-তনু-রূপ
ধরিয়া রেখেছে যেন রূপ অপরূপ
প্রকৃতির উজ্জল নবীন, হাসিখানি
তব মুখ 'পরে মনে মোর দেয় আনি'
ধরণীর শুভ্র প্রফুল্লতা, জেগে রয়
তোমার মোহন দেহে আজি অভিনয়
বসন্তের ; আজি ভালবাসি ভালবাসি
তোমার সর্ব্বস্ব আনি, ওই মুখ হাসি ;
সাধ যায় ভেঙে দিই তপস্যা-সংযম,
একটি চুম্বন করি ওই অনুপম
অধরে তোমার—ব্যগ্র আশায় উন্মুখ।

মাদ্রী।—প্রতি তন্ত্রী কাঁপে মোর, থরথরে বুক
স্মরি যবে নিদারুণ সেই অভিশাপ !
পাণ্ডু, প্রিয়, জানি মনে নাহি কোন পাপ
ব্যাকুল অন্তর যদি জাগে প্রীতিমান ;
কিন্তু মনে রেখো তার তীব্র প্রতিদান—
নির্দ্দয় মরণ !

পাণ্ডু।— মাদ্রী, প্রিয়া, নারী তুমি,
আনন্দের জীবনের তুমি জন্মভূমি !

অরুণিমা

তাপময় কঠোর ধরায় নিঝ রিণী
শীতধারা, প্রেম-ব্যথা 'পরে প্রবাহিনী
তৃপ্তি সমা, আশার পূর্ণতা সুখময়ী,
বাসনার ক্ষিপ্ত বক্ষে সুধাময়ী, অয়ি,
শান্ত কর বুলাইয়ে শীতল পরশ,
শিশুর ক্রন্দনে তুমি ঢালিয়ে হরষ
কর হাসি, আকাঙ্ক্ষা-বেদনা-পরিতাপে
জগতের দুঃখ-ব্যথা-শোকে অভিশাপে
আলোড়িত উদ্বেলিত ক্রন্দনের মাঝে
মূর্ত্তিমতী হর্ষ আর সুখ সম রাজে
তোমার ও কান্ত রূপ ; তুমি মহিয়সী
ক্রন্দন-বেদন 'পরে আকুলি' উচ্ছ্বসি'
ঢেলে দাও শীতরাগ তোমার গরিমা,—
স্নিগ্ধ-জ্যোতি সুবিমল সে দিব্য মহিমা
ক্রন্দনে করিছে সুখ, বেদনে মহান,
ক্ষুদ্রতারে নিশিদিন করে গরীয়ান,
দারিদ্র্যে উজ্জ্বল। সৃষ্টির প্রথম হতে
চলেছে পুরুষ তার ক্লেশে দৈন্য-পথে
অসহায় কেঁদে কেঁদে ক্ষিপ্ত উচ্ছৃঙ্খল
গৃহহীন শান্তিহীন অতৃপ্ত চঞ্চল
রৌদ্রক্লিষ্ট পথহারা পথিক সমান,
খুঁজে খুঁজে ক্লান্তপদ, করিছে সন্ধান :

তবু কার,—সহসা হেরিল একদিন
সম্মুখে দাঁড়ায়ে তুমি নারী—শান্তিলীন
উজ্জ্বল প্রসন্ন বিভা লয়ে, সুধাময়
আঁখি-ভাতি জুড়াল বেদন, দুঃখ-ভয়
দূরে গেল শুনে তব অমৃত-ভাষণ,
কল্যাণ-কোমল তব কর-পরশন
আকাঙ্ক্ষা নিভায়ে দিল, দিলে আলিঙ্গন
প্রিয়ারূপে, ললাটেতে করিলে চুম্বন
মাতা হয়ে, ভগ্নী হয়ে জুড়ালে ব্যথায় ;
চমকিয়া তোমা পানে চাহিয়া দাঁড়ায়
পুরুষ অতৃপ্ত ক্লিষ্ট, হৃদি ভরে তার,
শিরা-উপশিরা মাঝে পুলক-সঞ্চার
জেগে ওঠে অভিনব ; তুমি হাত ধরে'
বন্ধন-হারারে নিজ প্রেম-প্রীতি-ডোরে
প্রদানিলে শীতল আশ্রয় স্নিগ্ধচ্ছায় ;
সেই হতে আকাঙ্ক্ষা ও ব্যথার দোলায়
তারে বক্ষে রাখিয়াছ, রচি' স্বর্গখানি
বন্ধনে অমৃত-রস দিলে তুমি আনি' ।
তুমি নারী পুরুষের হৃদয়-বাঞ্ছিতা
আকাঙ্ক্ষা-কমল-দলে আজন্ম-পূজিতা ।
মাদ্রী, সেই প্রেমময়ী অপূর্ব্বা রমণী
তব রূপে হেরি আজ, হৃদয় ধমনী

পুলকে আনন্দে নাচে, দাও ধরা দাও,
অতৃপ্ত-বক্ষেরে আজ জুড়াও জুড়াও
একটি নিবিড় আলিঙ্গনে।

মাদ্রী।—— ক্ষান্ত হও
সর্ব্বনাশ করো না প্রাণেশ! মনে লও
আলিঙ্গন গর্ভ মাঝে রেখেছে মরণ
কুসুমে সর্পের মত। যদি এই ক্ষণ
মত্ত বাসনায় তব ঢালে বিন্দু জল
পর ক্ষণ মনে রেখো, নিস্তব্ধ নিশ্চল
এনে দেবে মহা শূন্য, মহা অবসান,
সর্ব্ব বাসনার শেষ; শান্ত কর প্রাণ,
ক্ষমা কর।

পাণ্ডু।—— জানি, প্রিয়া, জানি সে মিলন
দেবে মৃত্যু, তবু প্রাণ মানে না বারণ!
একটি পুলকাবেগ-পূরিত চুম্বনে
ভরে' যাবে জীর্ণ হিয়া, আবেশ-স্বপনে
শোণিতে জাগিবে সুখ; মৃত্যু তার পর
সে মরণ স্নিগ্ধ তৃপ্ত আনন্দ-সাগর!
মাদ্রী, মাদ্রী, নাহি মৃত্যু, নাহি ভয় আজি,
চিত্তের সুগুপ্ত সুপ্ত বাসনার রাজি
উল্লাসে মেতেছে আজ; দাও সে চুম্বন
প্রথম পুরুষ যবে আনন্দ-মগন

দিল চুমা প্রথমা নারীর মুখে।

মাদ্রী।— — হায়!

সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! হিম হয়ে যায়

পাণ্ডুর উত্তপ্ত বক্ষ! খসে আলিঙ্গন,

কণ্ঠে মোর সে নিবিড় বাহুর বেষ্টন

খসে' পড়ে! মৌন নম্র সে স্মিত আনন!

পাণ্ডু, পাণ্ডু, কোথা তুমি? এই কি মরণ?

সব শেষ? পাণ্ডু নাই? ক্রূর অভিশাপ!

পাণ্ডু, প্রিয়, ওঠ, জাগ! অসহ্য সন্তাপ!

কলিকাতা ২১শে ভাদ্র ১৩২৯
